মে ২০১৬, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

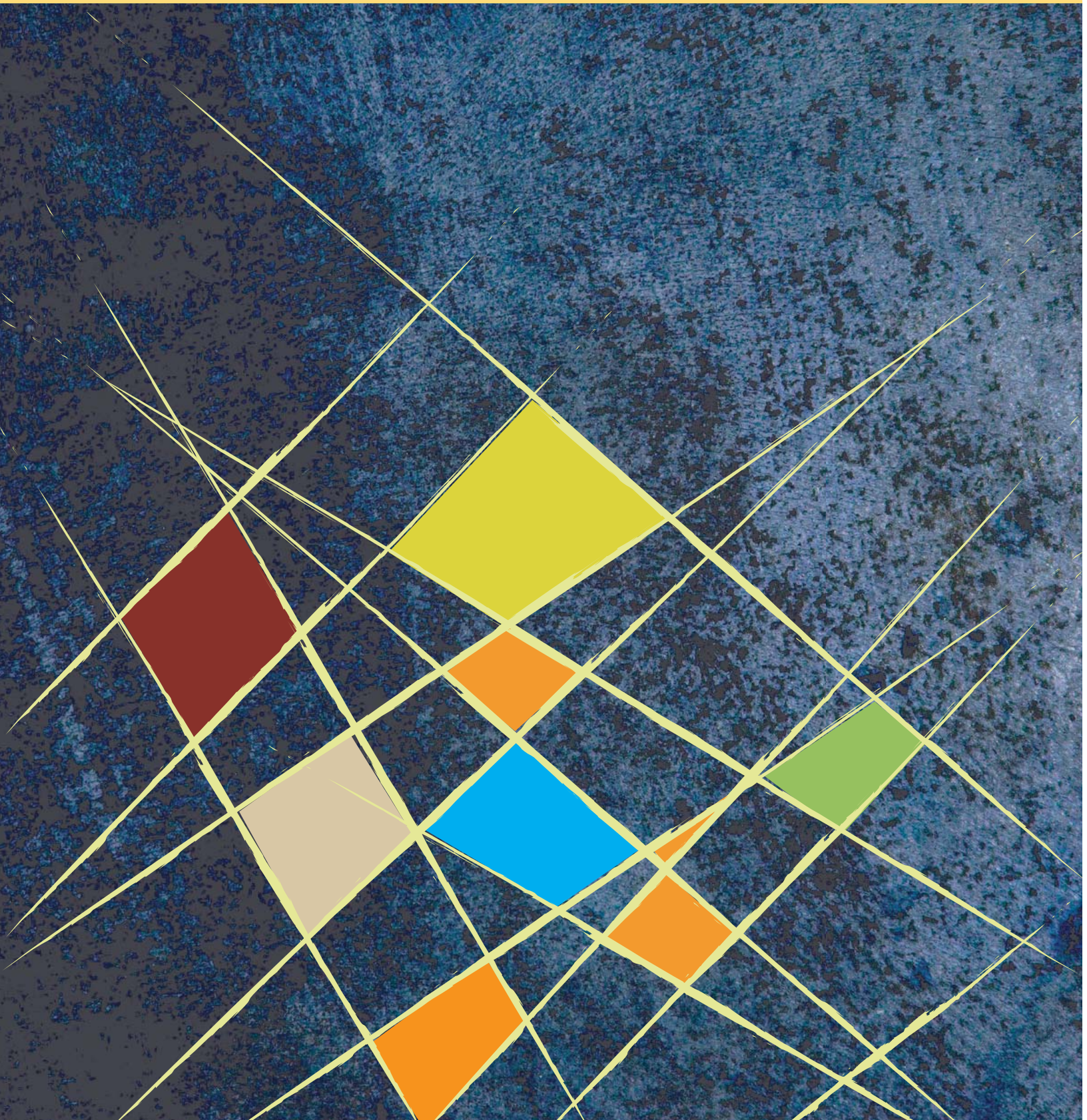

> *প্রতিবছর পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগই বলে দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মপরিধি কত বেড়েছে।*

আফরোজা বেগম
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার এবারের অতিথি প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক আফরোজা বেগম। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন ১৯৭৭ সালে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে গোনা কয়েকজন নারী কর্মকর্তার মধ্যে তিনি একজন। দীর্ঘ ও সফল কর্মজীবন শেষে তিনি ২০১৫ সালের ৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরি থেকে চূড়ান্ত অবসরে গমন করেন। তাঁর সাথে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ এবং অতীত দিনের নানান স্মৃতি।

সম্পাদনা পরিষদ

- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে অবসর সময় কিভাবে কাটছে ?

আমি খুব সময় মেনে চলি। সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে করতে পছন্দ করি। তাই অবসরজীবনটাও গুছিয়েই কাটাতে পারছি। সাংসারিক কাজকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেঁধে নিয়ে বাকি সময় ধর্মীয় কাজে ব্যয় করি। এছাড়া আমি খুব বেড়াতে ভালোবাসি। সুযোগ পেলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরতে যাই। সাগরের টানে এ পর্যন্ত সাতবার কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদানের অনুভূতি যদি আমাদের জানাতেন-

বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দেয়ার আগে আমি ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে কাজ করেছি। সেখানে কর্মরত অবস্থায় সচিবালয় ও বাংলাদেশ বিমানে চাকরির সুযোগ আসে। সেইসাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরিরও সুযোগ আসে। তখন আমি এবং আমার বাবা আলোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিকেই বেশি প্রাধান্য দেই এবং এখানে যোগদান করি।

'বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম অর্জন করেছে'- আফরোজা বেগম

চাকরিজীবনে কোন কোন বিভাগে কাজ করেছেন ? কাজের অভিজ্ঞতা জানাবেন কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করি ১৯৭৭ সালে। সেসময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। আমি গবেষণা বিভাগে টাইপিস্ট পদে যোগ দিই। আমার সাথে আরেকজন নারী সহকর্মী ছিলেন। আমাদের দুজনকে একসাথে বসার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। চারজন পুরুষ সহকর্মীর সাথে আমরা দুজন টাইপিংয়ের কাজ করতাম। পুরুষ সহকর্মীদের অনেক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা পেয়েছি। চাকরিজীবনে আমি গবেষণা বিভাগ, ব্যাংকিং কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও বগুড়া অফিসে দায়িত্ব পালন করেছি।

চাকরিজীবনের বিশেষ কোনো স্মৃতি আছে যা আজও মনে পড়ে ?

চাকরিজীবনের অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে। এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে সেফগার্ড হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছি। বিল, ভাউচার, গৃহনির্মাণ আগাম ইত্যাদি বিষয়ে সেফগার্ডের দায়িত্ব পালন রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে এখনো ভাবতে ভালো লাগে, আমি বিভাগের এবং বিভাগের বাইরের সকলের কাছে সহযোগিতা পেয়েছি। গবেষণা বিভাগের সাবেক মহাব্যবস্থাপক বিলকিস জাহান যখনই ব্যাংকের কাজে আসতেন, আমার খোঁজখবর নিতেন। আজও তাঁর কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে চাই-

আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে অস্ট্রেলিয়া থেকে এমআইএস ডিগ্রি অর্জন করে বাংলাদেশে ওশান প্যারাডাইসে কর্মরত আছে। মেয়ে উচ্চশিক্ষার্থে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে।

বর্তমান সময়ের আধুনিক বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন-

বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিবছর পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগই বলে দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মপরিধি কত বেড়েছে। আমাদের সময় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাজ হতো। ফলে কাজের চাপ খুব বেশি ছিল। এখন প্রযুক্তির ব্যবহারে কাজে গতি এসেছে। একটি বিভাগের স্থানে এখন তিন থেকে চারটি বিভাগ হয়েছে। এসবই ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে। তবে বিভিন্ন কাজে যখন ব্যাংকে আসি তখন একটা বিষয় খুব কষ্ট দেয়। সেটি হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধটা যেন অনেকটা কমে এসেছে। কারো হাতে কোনো সময় নেই দু'দণ্ড কথা বলার। যন্ত্রের ব্যবহার যেন সবাইকে যান্ত্রিক করে ফেলেছে।

নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন-

নবীন কর্মকর্তারা খুব ক্যারিয়ার সচেতন এবং সবসময় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসে। এটা খুবই আশার কথা। তবে আমার মনে হয় নতুন প্রজন্মকে দেশ ও জাতির কল্যাণে আরো ভালো কাজ করতে হবে। সেইসাথে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়াটাও আরেকটু মজবুত হলে ভালো হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

আলোচনা সভা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড ২৭ মার্চ ২০১৬ আলোচনা সভা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং হলে 'মহান স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ফজলে কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ও ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের যুগ্মমহাসচিব মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

গভর্নর ফজলে কবির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করছেন

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গভর্নর ফজলে কবির মুক্তিযোদ্ধাদের মহান ত্যাগ ও গৌরবের বিষয়ে আলোকপাত করেন। গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংকের মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাসসহ তাঁদের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। তিনি বলেন, আমি খুব খুশি হয়েছি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দেয়া হ'ল বলে। গভর্নর আয়োজকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান মহান স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রচেষ্টা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ ও লালন করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে আমরা অনেকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা হতে পারতাম না। দেশ বিভাগের পর বঙ্গবন্ধু তিলে তিলে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পুরো বাঙালি জাতি পাক হায়েনাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নয়মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম লালসবুজ পতাকা।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব বলেন, ৩০ লক্ষ শহীদ আর দু'লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা। সে ইতিহাসকে সামনে রেখে আমাদেরও দেশ এবং জাতির জন্য কল্যাণকর কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমত কাদির গামা, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল; বীরমুক্তিযোদ্ধা মোঃ সালাউদ্দিন, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল; বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া, মহাসচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল; বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হেদায়েতুল বারী, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল; নেছার আহমেদ ভূঁঞা, সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক; মোঃ সিদ্দিকুর রহমান মোল্লা, সভাপতি, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল; মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খন্দকার, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্যাশ) এবং মোঃ মনজুরুল হক, সাধারণ সম্পাদক, সিবিএ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৯০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গভর্নর ফজলে কবির। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুগ্মপরিচালক মকবুল হোসেন সজল, মোঃ ইস্তেকমাল হোসেন এবং উপপরিচালক হামিদুল আলম সখা।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী মলয় কুমার গাঙ্গুলি ও মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ঝর্ণাধারা শিল্পী সংসদ মুক্তিযুদ্ধের গান পরিবেশন করেন।

ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ৩১ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গভর্নর ফজলে কবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নবনির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। গভর্নর তাঁর বক্তব্যে ঢাকা ব্যাংক ক্লাবের সকল কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। সেসাথে ব্যাংক ক্লাবের সব ধরনের আয়োজনে তাঁর পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ও এস. কে. সুর চৌধুরীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি আবু হেনা হুমায়ুন কবীর (লনী) এবং পরিষদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম (আরিফ)। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিগত বছরে ব্যাংক ক্লাব কার্যক্রমের উপর একটি মনোজ্ঞ ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করা হয়।

গভর্নর ফজলে কবির ব্যাংক ক্লাবের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এএফডি'র সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের আয়োজনে ১৬ মার্চ ২০১৬ ফ্রান্সের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান AFD (Agence Francaise de Development) এর সাথে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এএফডি'র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এএফডি'র প্রতিনিধি হিসেবে সংস্থাটির প্যারিস হেড অফিসের অর্থনীতিবিদ ক্লেমেন্স ভারনি, বাংলাদেশে প্রতিনিধি জেন বেনয়েট ডে শার্লড এবং প্রকল্প সমন্বয়ক হুগো রিভাডিও ডুমাস সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা, গবেষণা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল আউয়াল সরকার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩, পরিসংখ্যান বিভাগ ও চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক এবং উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রধানত বাংলাদেশের মুদ্রানীতি, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট, ব্যাংকিং খাতের সুপারভিশন, ব্যাংক পরিদর্শন এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। আগামী পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহ নির্ধারণে এএফডি বাংলাদেশের জন্য 'দেশভিত্তিক কৌশল ২০১৬' প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সভার আলোচনা থেকে এএফডি প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের আর্থিক খাত, মুদ্রানীতি এবং ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল নীতি সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের সুপারভিশন পদ্ধতি, সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহের গতিধারা প্রভৃতি তুলে ধরার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাগণ দেশের ব্যাংকিং খাতের

এএফডি'র প্রতিনিধিদের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ

চিত্র বিশ্লেষণের পাশাপাশি এএফডি দলের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। উচ্চ কার্যকর চাহিদা ও বর্ধিষ্ণু ভোগ প্রবাহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধান অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশের উচ্চ বিনিয়োগ সম্ভাবনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশের পর্যটন, সেবা, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, পানি, ঔষধ ইত্যাদি খাতে ফ্রান্সের বিনিয়োগ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান নীতিমালার আলোকে দেশের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ফ্রান্সের বিনিয়োগ সুযোগ তুলে ধরা হয়। এএফডি হতে প্রাপ্ত সহযোগিতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। সভা শেষে এএফডি প্রতিনিধিবৃন্দ ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে আবারও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

চামড়া ও বস্ত্র খাতে রফতানি সহায়তা বাড়ল

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জাহাজিকৃত চামড়াজাত পণ্য রফতানিকারকরা আগের ১৫ শতাংশ হারেই নগদ সহায়তা পাবেন। চলতি অর্থবছরে এ খাতে নগদ সহায়তা আড়াই শতাংশ কমিয়ে সাড়ে ১২ শতাংশ করা হয়েছিল। অন্যদিকে রফতানিমুখী দেশি বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র ব্যাংকের পরিবর্তে নগদ সহায়তা এবং বস্ত্র খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা ১ শতাংশ কমিয়ে ৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও এখন ২ শতাংশ বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। পাশাপাশি হিমায়িত চিংড়ি রফতানির বিদ্যমান সিলিং বাড়ানো হয়েছে। ৪ এপ্রিল ২০১৬ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের পৃথক পরিপত্রে এসব তথ্য জানানো হয়।

চামড়াজাত পণ্য রফতানিতে নগদ সহায়তা নিয়ে জারিকৃত পরিপত্রে বলা হয়, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে জাহাজিকৃত চামড়াজাত দ্রব্য রফতানির বিপরীতে সাড়ে ১২ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নগদ সহায়তা পাবেন রফতানিকারকরা। চলতি অর্থবছরে এ খাতে রফতানির বিপরীতে অতিরিক্ত আড়াই শতাংশ হারে নগদ সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিকা ফরমে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা একই রফতানির বিপরীতে ইতিপূর্বে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের পক্ষে ইস্যুকৃত নিরীক্ষা সনদপত্রের ভিত্তিতে দাবি নিষ্পত্তি করবে।

বস্ত্রখাতে নগদ সহায়তা বিষয়ে পরিপত্রে বলা হয়, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশীয় বস্ত্রখাতে চলতি অর্থবছরে ইউরো অঞ্চলে জাহাজিকৃত বস্ত্র ও বস্ত্রজাত দ্রব্য রফতানির বিপরীতে বিদ্যমান ৪ শতাংশের অতিরিক্ত ২ শতাংশ বিশেষ নগদ সহায়তা প্রযোজ্য হবে। চলতি অর্থবছরে ইতোমধ্যে যেসব আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা হয়েছে সেগুলোর বিপরীতে অতিরিক্ত ২ শতাংশ হারে নগদ সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত ফরমে পরবর্তী মাসের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা একই রফতানির বিপরীতে ইতিপূর্বে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের পক্ষে ইস্যুকৃত নিরীক্ষা সনদপত্রের ভিত্তিতে দাবি নিষ্পত্তি করবে।

৭ ও ১৪ দিন মেয়াদি বিল চালু

৭ ও ১৪ দিন মেয়াদি বিল প্রবর্তন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৫ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের এক সার্কুলারে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন ও তারল্য ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে প্রচলিত ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ বিল প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি কার্যদিবসে ৭, ১৪ ও ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, ৭ ও ১৪ দিন মেয়াদি বিল নিলামের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যু ও নিয়মাবলী এবং কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে। নতুন বিল প্রবর্তনের এ নির্দেশনা ৬ এপ্রিল ২০১৬ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সে পর্ষদ সভার অনুমতি লাগবে

বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা পরিচালকরা অনেকসময় বিদেশ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী ও নিরীক্ষা কমিটির সভায় অংশ নেন। তবে এখন থেকে এ ধরনের সভাগুলোতে তাদের ভিডিও কনফারেন্সের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আগে থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে। ১৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে জারিকৃত এক সার্কুলারের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়। এ সার্কুলারের মাধ্যমে দেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের কাছে একটি নির্দেশনা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়, কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা পরিচালক দেশের বাইরে অবস্থানজনিত কারণে পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী ও নিরীক্ষা কমিটির সভা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে তা সম্পন্ন করতে হবে।

ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার বাংলা বর্ষবরণ

বাংলা নতুন বছর ১৪২৩ কে বরণ করে নিতে ১৪ এপ্রিল ২০১৬ সকালে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ চত্বরে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার উদ্যোগে বর্ষবরণ-১৪২৩ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আল্পনা অংকন, পান্তা উৎসব, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পথ নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ উদ্‌যাপিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দারসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সভাপতি আবু হেনা হুমায়ূন কবীর (লনী), সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম (আরিফ), সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ হামিদুল আলম (সখা) এবং ব্যাংক ক্লাবের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১লা বৈশাখে বাংলা বর্ষবরণের এ উৎসবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ নেন।

পথনাটক 'মানুষ' এর একটি দৃশ্য

বর্ষবরণের র‍্যালিতে প্রধান অতিথি ও অন্য কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী নববর্ষ উদ্‌যাপনকে আমাদের প্রাণের অনুষ্ঠান উল্লেখ করে সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। ব্যাংক ক্লাবের এ আয়োজনে অংশ নিতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বলে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। বর্ষবরণের এমন মনোজ্ঞ আয়োজন প্রতিবছর অব্যাহতভাবে চলবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল বলেন, ব্যাংক ক্লাব বরাবরই ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে খেলাধুলাসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আমি মনে করি, এ বছর প্রথমবারের মতো নববর্ষ উদ্‌যাপনের যে উদ্যোগ ব্যাংক ক্লাব নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। দিনের শুরুতে বর্ষবরণ উপলক্ষে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এরপর একে একে অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও অধিকোষ, টিভি-রেডিও এবং ঝর্ণাধারা শিল্পী সংসদের শিল্পীদের সমন্বয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থিয়েটারের পথ নাটক পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে র‍্যাফেল ড্র'র আয়োজন করা হয়। পুরস্কার বিতরণী ও ক্লাব সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন এ আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ-২০১৬ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকা ও মার্কেন্টাইল ব্যাংকের উদ্যোগে ২ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের মাঠে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রীতি ম্যাচে বাংলাদেশ ব্যাংক তিন উইকেটে জয়লাভ করে। মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ১২৮/১০(২০ ওভার) রানের জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৮.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৯ রান করে বিজয়ী হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে ইবনে আহসান কবির (রনি) সর্বোচ্চ তিন উইকেট ও মোঃ নাদিম ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে ছিলেন যুগ্মপরিচালক নওশাদ মোস্তাফা। উক্ত ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সভাপতি আবু হেনা হুমায়ূন কবীর লনী এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম (আরিফ)। এছাড়া মাঠে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক ও মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান সরদারসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ও মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ক্লাব কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের খেলোয়াড়বৃন্দ

'বর্ষবরণ-১৪২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১লা বৈশাখ ১৪২৩ (১৪ই এপ্রিল) বনানীস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা নিবাসে এক অনাড়ম্বর পরিবেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বনানী নিবাসে বসবাসরত কর্মকর্তাদের পোষ্যরা মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানায়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা নিবাস কল্যাণ সমিতি, বনানী এবং নিবাসের অধিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

চট্টগ্রাম অফিস

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসে ২৬ মার্চ ২০১৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম। ব্যাংক চত্বরে স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সকল সংগঠন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষে মহাব্যবস্থাপক স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

এছাড়া, ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের জন্য চিত্রাঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক কাজী ইকবাল ইমাম এবং সভাপতিত্ব করেন যুগ্মপরিচালক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইসহাক। বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা শেষে চিত্রাঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রামে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সহকারী শিক্ষক রাজীব ভট্টাচার্য্য ও পেয়ার আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ কাজী ইকবাল ইমাম।

প্রধান অতিথি জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মৎ জোহরা ফেন্সি মাহমুদা, মোহাম্মদ আবুল কালাম ও সহকারী প্রধান শিক্ষক ইয়াসমীনা শিরিন সিরাজউদ্দীন। আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধান অতিথি কর্তৃক জন্মদিনের কেক কাটা হয়। এরপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রামে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম।

প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মৎ জোহরা ফেন্সী মাহমুদা ও মোহাম্মদ আবুল কালাম, সহকারী প্রধান শিক্ষক ইয়াসমীনা শিরিন সিরাজউদ্দীন, বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখার ইনচার্জ মো. রেজাউল করিম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক রাজীব ভট্টাচার্য্য ও পেয়ার আহমদ। প্রধান অতিথি আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে দিনের শুরুতে শহিদবেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

সিলেট অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ও পল্লি ঋণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১২ এপ্রিল ২০১৬ সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে '২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। সভায় রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় থেকে আগত মহাব্যবস্থাপকগণও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি দুইটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ২য় পর্বে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক প্রধান ও শাখা প্রধানগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি প্রথমে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সভায় নির্বাহী পরিচালক তাঁর বক্তব্যে কৃষি ও পল্লি ঋণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপর তিনি উপস্থিত ব্যাংক কর্মকর্তাগণকে কৃষি ও পল্লি ঋণ আদায় এবং বিতরণ সংক্রান্ত মতামত প্রদানের আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি আরো বলেন, এদেশের কৃষকগণই আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছেন, তাঁদের শ্রমে উৎপাদিত ফসলেই এদেশ আজ সমৃদ্ধির পথে; কাজেই কৃষকের প্রতি আমাদের নিবিড় মনোযোগ দিতে হবে। সেই সাথে তিনি প্রতিটি ব্যাংককে চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জনের পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় ওয়ার্কশপ সম্পর্কিত তথ্য ও চিত্রভিত্তিক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের যুগ্মপরিচালক ইসমেৎ কুয়েস। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিলেট অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের উপপরিচালক হুমায়ুন আহমদ খান চৌধুরী।

সম্প্রতি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষে 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

রাজশাহী অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ২৪ মার্চ ২০১৬ '২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া এবং মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদার। কর্মশালার প্রথম পর্বে রাষ্ট্রীয়

কর্মশালায় নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া বক্তব্য রাখছেন

মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং দ্বিতীয় পর্বে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সভায় সভাপতি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালার আলোকে ব্যাংকসমূহকে ঋণ বিতরণের আহ্বান জানান এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ব্যাংক কর্মকর্তাগণকে সভায় যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রধান অতিথি ব্যাংকসমূহকে তাদের কৃষি ও পল্লি ঋণ খাতে প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে শতভাগ ঋণ বিতরণের কথা বলেন এবং এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা বা মতামত থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য ব্যাংক প্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন। মুখ্য আলোচক কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং এর বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব উল্লেখ করে এ খাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। সভায় কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা বিষয়ক একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের যুগ্মপরিচালক ইসমেৎ কুয়েস এবং অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন রাজশাহী অফিসের যুগ্মপরিচালক মোঃ এমদাদুল হক।

খুলনা অফিস

বিআইবিএমের বহিঃ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর বহিঃ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-৩) এর ব্যবস্থাপনায় ২৭-৩১ মার্চ ২০১৬ খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পেমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স' শীর্ষক বহিঃ প্রশিক্ষণ। খুলনা অঞ্চলের ৪০টি তফসিলি ব্যাংকের মোট ৫৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সের উদ্বোধন ঘোষণা করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক (ঐ দিন চলতি দায়িত্বে) এস, এম, হাসান রেজা। উদ্বোধনের পর পরই A Review of Trade Services of Banks in Bangladesh শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা করেন বিআইবিএমের অধ্যাপক ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. শাহ্ মোঃ আহসান হাবীব। প্রশিক্ষণার্থী ছাড়াও এ সময় খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় নির্বাহীবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন বিআইবিএমের সহকারী অধ্যাপক অন্তরা জেরিন ও তোফায়েল আহমেদ। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক নির্মল কুমার সরকার এবং কাস্টমসের একজন সহকারী কমিশনার অতিথি বক্তা হিসেবে কয়েকটি সেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খাতে অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দিক, কেস স্টাডি এবং রেগুলেটরি রিপোর্টিং সংক্রান্ত দিকগুলো তুলে ধরা হয়। ৩১ মার্চ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। কর্মশালার স্থানীয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন খুলনা অফিসের উপপরিচালক মোঃ তারিকুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রধান অতিথি

খুলনা অফিস

এসএমই পণ্যমেলা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত

এসএমই ফাউন্ডেশন, ঢাকার আয়োজনে এবং খুলনা জেলা প্রশাসন, বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, নাসিব ও খুলনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ১৩-১৭ এপ্রিল ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয় আঞ্চলিক এসএমই পণ্যমেলা ২০১৬। খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের বিকাশের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে আরো বেগবান ও গতিশীল করে তোলা এবং জনসাধারণের মধ্যে এসএমই বিষয়ে পরিচিতি ও সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

পাঁচ দিনব্যাপী এ মেলা খুলনার জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ৪৪টি এসএমই প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। মেলায় চামড়াজাত সামগ্রী, পাটজাত পণ্য, হ্যান্ডিক্রাফটস, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পোশাক, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যারসহ স্বদেশি পণ্যের উপস্থিতি ছিল।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক

১৩ এপ্রিল সকালে মেলার উদ্বোধন করেন খুলনার জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। সভাপতিত্ব করেন মেলা আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনার জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান। খুলনা চেম্বারের সভাপতি কাজী আমিনুল হকসহ বিভিন্ন ব্যবসা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপপরিচালক মোঃ মাসুম বিল্লাহ ও সহকারী পরিচালক এবং মেলা উপকমিটির সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা। এর আগে সকালে শহীদ হাদিস পার্ক থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসএমই শিল্প উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে মেলায় অংশ নেয়া প্রায় ৫০টি স্টলের মধ্যে সেরা তিনটি স্টলকে পুরস্কৃত করেন খুলনা বিভাগীয় অতিরিক্ত কমিশনার (সার্বিক) মোঃ ফারুক হোসেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিক খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক মনিরুজ্জামান খান, নাসিব খুলনার সভাপতি ইফতেখার আলী, বিসিকের উপমহাব্যবস্থাপক সৈয়দ মোরশেদ আলী, খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি এস এম নজরুল ইসলাম এবং শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক মকবুল হোসেন মিন্টু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান।

এছাড়া মেলার অংশ হিসেবে ১৬ এপ্রিল ২০১৬ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অর্থায়ন, পণ্য উৎপাদন, বিপণন কৌশল' শীর্ষক সেমিনার। জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা রেঞ্জের উপমহাপুলিশ পরিদর্শক এস এম মনির-উজ-জামান। সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের ডীন মেহেদী হাসান মোঃ হেফজুর রহমান। প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন বিনিয়োগ বোর্ড, খুলনার পরিচালক নিরঞ্জন অধিকারী; বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী; খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দীপংকর বিশ্বাস, বিসিক, খুলনার উপমহাব্যবস্থাপক সৈয়দ মোরশেদ আলী; বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের উপপরিচালক মোঃ মাসুম বিল্লাহ, সহকারী পরিচালক মোঃ নাজমুল হুদা প্রমুখ। সেমিনারে প্রায় ১৫০ জন উদ্যোক্তা এবং খুলনার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে ২৩-২৪ মার্চ ২০১৬ ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৮০ জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আয়োজনে এবং খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-২) এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং এবং পুনঃতফসিলিকরণ বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। এছাড়া মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সভাপতি ও রিসোর্স পারসন হিসেবে বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক শেখ মোঃ সেলিম সেশন পরিচালনা করেন। কর্মশালার সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন খুলনা অফিসের উপপরিচালক সন্জয় কুমার দত্ত।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার আয়োজনে ৮ এপ্রিল ২০১৬ খুলনা জিলা স্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম। ২১টি ইভেন্টে নারী ও পুরুষ বিভাগে মোট ৯০ জন প্রতিযোগী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

সকালে পতাকা উত্তোলন করে ও বেলুন উড়িয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান অতিথি, নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। এসময় জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন নির্বাহী পরিচালক, অলিম্পিক পতাকা উত্তোলন করেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম এবং ক্লাব পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাবের সভাপতি, উপপরিচালক মোঃ ইদ্রিস আলী-২। এছাড়া ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নিখিল কুমার হালদার (উপব্যবস্থাপক, ক্যাশ) সহ বর্তমান ও পূর্বের কমিটির সদস্যবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিজয়ী ক্রীড়াবিদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক

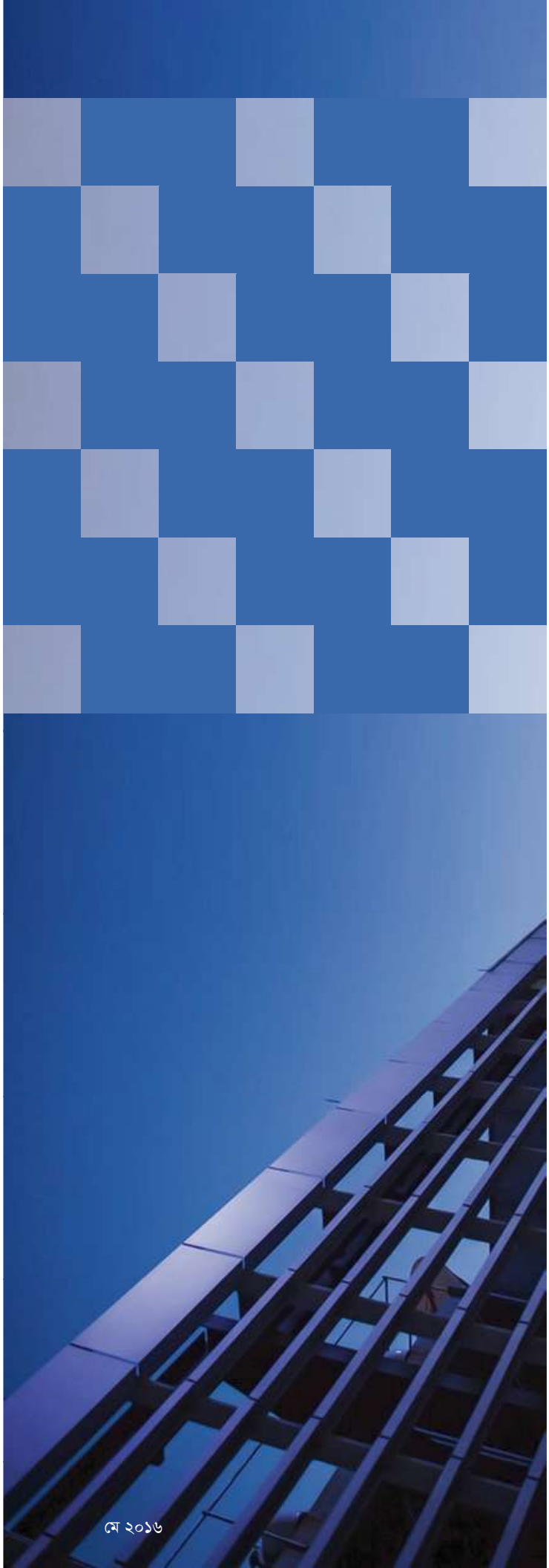

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ই-গভর্ন্যান্স

সমস্যা, সম্ভাবনা ও সতর্কতা

সরদার আল এমরান

আমাদের চারপাশে ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যাংকিং, বিমা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, পরিবহন, নির্বাচনসহ নানা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। সেইসাথে উল্লিখিত খাতসমূহে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক নানা রকমের ইলেকট্রনিক সার্ভিস জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই আমরা সর্বদাই ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-টেন্ডারিং, ই-রিক্রুটমেন্ট, ই-টিন, ই-ভোটিং, ই-টিকেটিং ইত্যাদি শব্দ শুনে আসছি। এছাড়াও শুনছি গভর্ন্যান্স, গুড গভর্ন্যান্স ও ই-গভর্ন্যান্স এসব শব্দের ব্যবহার। নানারকম ইলেকট্রনিক সার্ভিসের সমন্বিত নামই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স। ই-সার্ভিস হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্সের প্রাথমিক ধাপ। গুড গভর্ন্যান্সের একটি উন্নততর সংস্করণ হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স। এখন জনসাধারণের কাছে ই-গভর্ন্যান্স পরিচিতি পেয়েছে ও এর উপযোগিতা, উপকারিতা জনসাধারণ উপভোগ করছে এবং উপলব্ধি করছে। এদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য স্ট্র্যাটেজিক মিশন ও ভিশন ঘোষণা করেছে। এই সূত্রেই দেশের সরকারি বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্ন্যান্সের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। একইভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকও দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়ে ই-গভর্ন্যান্সের কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করেছে। এ প্রবন্ধের মূল বিষয় আলোচনা করার পূর্বে ই-গভর্ন্যান্স সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া প্রয়োজন।

ই-গভর্ন্যান্সের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে গভর্ন্যান্স বলতে শাসন বা সুশাসনকেই বুঝানো হয়। ই-গভর্ন্যান্স বলতে ইলেকট্রনিক গভর্ন্যান্স বুঝায় অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল প্রয়োগকে বুঝায়। তবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ই-গভর্ন্যান্সের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দিয়েছে। সহজ ভাষায় ই-গভর্ন্যান্স বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাধারণ জনগণ বা গ্রাহককে যথাসময়ে, সঠিক পন্থায়, জনস্বার্থে নানাবিধ সেবা ও তথ্য পৌঁছে দেয়াসহ প্রশাসনিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রক্রিয়াকেই বুঝায়।

ই-গভর্ন্যান্স এর বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ

১. তথ্য ও সেবা আদান প্রদানে স্বচ্ছতা, সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।

২. দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে তথ্য ও সেবা প্রদান করা।

৩. তথ্য ও সেবা আদান প্রদানে জবাবদিহিতা আর দায়বদ্ধতা সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিত করা।

৪. তথ্য ও সেবা প্রদানে নির্ভরতা, ন্যায়সঙ্গত ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিত করা।

৫. সর্বোপরি মনিটরিং কার্যক্রম শক্তিশালী করা ও দুর্নীতি দমনে সহযোগিতা করা।

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের পূর্বশর্তাবলী

কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় ই-গর্ভন্যান্স কার্যক্রম চালু করার আগে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক সেগুলো হচ্ছে- প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ব্যবহারের প্রবণতা, কম্পিউটার ব্যবহারের উদ্দেশ্য, ইন্টারনেট সংযোগের হার, ই-মেইল ব্যবহারের মাত্রা, আইসিটি অবকাঠামো, আইটি খাতে দক্ষ মানব সম্পদ

ও প্রশিক্ষণ, আইটি খাতে বাজেট ও তহবিল, আইটি ব্যবহারের মানসিকতা, আইটি বিষয়ে গণশিক্ষা, জনপ্রিয়তা, নাগরিক সচেতনতা, সাইবার ক্রাইম প্রবণতা, সাইবার সিকিউরিটি, সাইবার ল', আইসিটি ল' ইত্যাদি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের জন্য এদেশের সকল প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্য পূর্বশর্তাবলী অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আর অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বা বিগত দশ বছরের তুলনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন করার মতো আইসিটি অবকাঠামো (যেমন- পিসি/ল্যাপটপ সংখ্যা, ডাটা সেন্টার স্থাপন, ডাটা ওয়্যার হাউস, BACH ইত্যাদি), তহবিল, নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ অন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তার জন্য পিসি, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি সুবিধা দেয়া হয়েছে। কাজেই এক্সটার্নাল স্টেকহোল্ডার হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক লিংক স্থাপিত হলেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পূর্ণ অটোমেশন বা ই-সার্ভিস তথা ই-গর্ভন্যান্স বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সরকারি খাতে ই-সার্ভিসসমূহ ঃ আইটি খাতে নানারকম সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক ই-গভর্ন্যান্স এর প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ই-সার্ভিস চালু করা হয়েছে। যেমন- অনলাইন চালান ভেরিফিকেশন, ই-টিন, ই-বুক, ই-লার্নিং, ই-ইউটিলিটি বিল পে, অনলাইন ইনকাম ট্যাক্স ক্যালকুলেটর, মোবাইল রেজিস্ট্রেশন, অনলাইন টিন রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি।

ব্যাংকিং খাতে ই-সার্ভিস ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন ধরনের ই-ব্যাংকিং সার্ভিস ও প্রডাক্টস প্রবর্তন করা হয়েছে যেমন- ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, চার্জ কার্ড, প্রি-পেইড কার্ড, বিকাশ অ্যাকাউন্ট, এটিএম সার্ভিস ইত্যাদি। ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে ই-সার্ভিস দেয়ার জন্য যেসব ডিভাইস বা চ্যানেল ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে- আরটিজিএস, অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম), পয়েন্ট অব সেল (পস মেশিন), ইন্টারনেট, সুইফট মেশিন, ব্যাচ (বিএসিএইচ), ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেম, কিয়স্ক, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। ই- ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাওয়াতে গ্রাহকগণ অতি সহজে, স্বল্প সময়ে, অল্প খরচে নানা রকম ব্যাংকিং সেবা যেমন- বিল পেমেন্ট, ফান্ড ট্রান্সফার, কেনাবেচা, স্থিতি সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ করতে পারছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-সার্ভিসসমূহ ঃ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যেমন নাগরিক বা জনগণকে বিভিন্ন ধরনের ই-সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে তেমনি বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে গ্রাহক, জনগণ, বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইন্টারনাল স্টেকহোল্ডার ও এক্সটার্নাল স্টেকহোল্ডারগণকে কমপক্ষে ৪০-৫০টি সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে নানা রকমের ই-সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ও ইন্ট্রানেটে এসব ই-সার্ভিস ও সফ্টওয়্যারের তালিকা প্রদর্শিত রয়েছে। ই- সার্ভিসের কিছু তালিকা নিম্নে দেয়া হলো যা থেকে প্রাপ্ত সেবা বা কার্যাদি সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যাবে ঃ

ক. এক্সটার্নাল স্টেকহোল্ডারদের জন্য ই-সার্ভিস- অনলাইন সিআইবি রিপোর্ট সার্ভিস, অনলাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ মনিটরিং সিস্টেম, বাংলাদেশ ব্যাংক ই-টেন্ডারিং সিস্টেম, ই-রিটার্ন, অনলাইন কমপ্লেইন বক্স, ই-রিক্রুটমেন্ট, প্রাইজবন্ড ম্যাচিং, ডিসপুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ফর পেমেন্ট কার্ড ট্রানজেকশন্স (এনপিএসবি-ডিএমএস), ইনফরমেশন ফর ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অ্যাসেসমেন্ট (আইডিআইপিএ), ই-পেমেন্ট সিস্টেম, বিএসিএইচ, এনপিএস, আরটিজিএস ইত্যাদি।

খ. ইন্টারনাল স্টেকহোল্ডারদের জন্য ই-সার্ভিস- ই-ভিজিটর এক্সেস, ই-ফোন ডিরেক্টরি, ই-লিভ ম্যানেজমেন্ট, ই-লাইব্রেরি সিস্টেম, ই-মিটিং রুম বুকিং, ই-বিল্ডিং মেইনটিনেন্স, ই-ভেহিকল রিক্যুইজিশন, অনলাইন হেল্প ডেস্ক ইত্যাদি।

গ. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রমসমূহ- অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইন্সপেকশন মনিটরিং সিস্টেম, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম, ই-অ্যাটেনডেন্স, এইচআরএমএস, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্সেস প্ল্যানিং- এফআইসিও মডিউল, এইচআর মডিউল, এমএম মডিউল, কোর ব্যাংকিং ইত্যাদি।

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নে সমস্যা ও সতর্কতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক উপরিল্লিখিত ই-সার্ভিসসমূহ প্রচলনের মাধ্যমে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে জনগণের কাছে ব্যাংকিং তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ই-সার্ভিসগুলো প্রচলনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ও গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। ই-সার্ভিসের ক্ষেত্রে সেবাদানকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে সশরীরে যোগাযোগ বা চেনাজানার সুযোগ না থাকায় অবৈধ লেনদেন বা অন্যান্য দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সহজ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি অবকাঠামো গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হলেও আইটি সিকিউরিটি, আইটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস এখনো উচ্চপর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। তবে ই-গভর্ন্যান্সের নিরবচ্ছিন্ন বা পূর্ণ সুবিধা ভোগ করতে হলে এর অন্তর্নিহিত সমস্যা ও ঝুঁকিসমূহ যথাশীঘ্র চিহ্নিত তথা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত, কার্যকর, নিরাপদ করার জন্য ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রমের সাথে সাইবার ক্রাইমের কলা কৌশল, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধের কলাকৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা- হ্যাকারের গতিবিধি, বুদ্ধিমত্তা ও লজিস্টিকের চেয়ে প্রহরীর গতিবিধি, বুদ্ধিমত্তা, সচেতনতা ও লজিস্টিক্স যথেষ্ট না থাকলে চুরি বন্ধ করা বা হ্যাকারকে চিহ্নিত করার প্রশ্নই আসে না। আর ডিজিটাল যুগে অন্যান্য ক্রাইমের তুলনায় সাইবার ক্রাইমের উৎস, পরিধি, ব্যাপকতা ও প্রভাব ভয়াবহ এবং অসীম। আর্থিকখাতে সাইবার ক্রাইম বা ডিজিটাল রবারি যেকোনো সময় যেকোনো দিক থেকে মুহূর্তের মধ্যেই একটি দেশ বা জাতিকে দেউলিয়া করে দিতে পারে। তাই সাইবার ক্রাইমের ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা পাবার জন্য আগে থেকেই এর পূর্ব লক্ষণ, কলা-কৌশল সম্পর্কে সচেতন করা বা হওয়া অত্যাবশ্যক। তাই সাইবার ক্রাইমের প্রচলিত কৌশল সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

সাইবার ক্রাইমের কৌশলসমূহ

- Hacking হচ্ছে যেকোনো উপায়ে নেটওয়ার্ক কানেকশন বা নেটওয়ার্ক সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক সিকিউরিটিকে বাধাগ্রস্ত করা বা ক্ষতিগ্রস্ত করার কৌশল।
- Phising/smishing হচ্ছে পিসি বা মোবাইলে সুপরিচিত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া ই-মেইল প্রেরণ করে বিভিন্ন তথ্য জানার নানা রকম লিঙ্কড ওয়েবসাইটে ক্লিক করার নির্দেশনা দিয়ে এসব লিঙ্কড সাইটে ক্লিক করিয়ে নানা রকম ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করার কৌশল বা নানা রকম ভাইরাস ডাউনলোড করিয়ে নেয়ার কৌশল।
- Pharming হচ্ছে সঠিক ওয়েব অ্যাড্রেস লেখা সত্ত্বেও ইউজারকে একই নামের অন্য কোনো ভুয়া ওয়েবসাইটে রিডাইরেক্ট করে তার ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংগ্রহ করার কৌশল।
- Skimming/Cloning হচ্ছে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের স্লটে স্কিমার নামক ডিভাইস বসিয়ে কার্ডের তথ্য স্ক্যান করে বা কার্ডের ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ এ সংরক্ষিত তথ্য কপি করে রাখার কৌশল।
- Sniffing হচ্ছে নেটওয়ার্ক ট্রাফিক থেকে ডাটা ক্যাপচার করে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার কৌশল।
- Spoofing হচ্ছে অননুমোদিতভাবে কোনো পিসি বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ বা পিসি বা নেটওয়ার্ক সিস্টেমের ক্ষতি করার কৌশল।
- Spamming হচ্ছে অশুভ উদ্দেশ্যে ইউজারের অনুরোধ ব্যতিরেকেই প্রেরণকারীর ঠিকানা বা পরিচিতি গোপন রেখে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট ই-মেইল প্রেরণ করা।
- Cyber Stalking হচ্ছে ইন্টারনেট বা ই-মেইলে বা মোবাইলে মাধ্যমে কাউকে নানা রকম ভয়ভীতি প্রদর্শন করা বা হয়রানি করার কৌশল। যেমন-কারো ন্যুড ছবি প্রদর্শন করার ভয় দেখিয়ে স্বার্থ বা অর্থ হাসিল করা ইত্যাদি।
- Key stroke logging হচ্ছে ইউজার কর্তৃক কি-বোর্ডের মাধ্যমে টাইপ করার সময়ে কোনো প্রোগ্রামের মাধ্যমে বা ক্যামেরার মাধ্যমে কি-স্ট্রোক বা তথ্য রেকর্ড করার কৌশল।

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল বা সাইবার ক্রাইম সিন্ডিকেট বা আইটি এক্সপার্টরা উল্লিখিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করে বা বিভিন্ন ভাইরাস, ওর্ম, ট্রজান হর্স, স্পাইওয়ার ইত্যাদি সফ্টওয়্যার বা প্রোগ্রামস্ ডাউনলোড করে গোপনীয় তথ্য (যেমন-পাসওয়ার্ড, ইউজার আইডি, অ্যাকাউন্ট

সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

নম্বর, কার্ড নম্বর, কোড নম্বর ইত্যাদি) সংগ্রহ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, ধ্বংস বা রিডাইরেক্ট করার মাধ্যমে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রাইম করে থাকে। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ব্যাংকের রিজার্ভে আটশত কোটি টাকার হ্যাকিং, এটিএম বুথের স্ক্যাম ইত্যাদি সাইবার ক্রাইমের ভয়ংকর দৃষ্টান্ত। দেশের সর্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সাইবার ক্রাইম বা হ্যাকিং ভবিষ্যতের জন্য বিপদসংকেত।

উপসংহার ও সুপারিশ

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ই-গভর্ন্যান্স প্রচলনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন ও দ্রুত নাগরিক সেবা বা গ্রাহক সেবা দেয়া সম্ভব। কিন্তু ই-গভর্ন্যান্স প্রচলনের সাথে সাথে অবশ্যই সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। আর্থিকখাতে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইটি সিকিউরিটি ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ ব্যবস্থা শতভাগ নিশ্চিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। তাই কাঁটা দিয়ে যেমন কাঁটা তুলতে হয়, তেমনি তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যেই আর্থিকখাতে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করতে হবে

তবে এর সাথে প্রয়োজন নৈতিক উন্নয়ন, নৈতিক চর্চ, নৈতিক দৃঢ়তা ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ই-গভর্ন্যান্সের সফল বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১. দ্রুত নাগরিক সেবাদান, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি বন্ধকল্পে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ই-সার্ভিস চালু করা। যেমন- ই-লার্নিং, ই-রিক্রুটমেন্ট, ই-মেডিক্যাল সার্ভিস, ই-পেমেন্ট ইত্যাদি চালু করা।

২. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য অন্যান্য ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম চালু করা। যেমন- ই-পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন, ই-নোটিং ইত্যাদি চালু করা।

৩. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য ই-সুপারভিশন প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

৪. আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, সাইবার সিকিউরিটি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও রিস্ক বেজড আইটি অডিট কার্যকর করা। যেমন- কোর ব্যাংকিং, ফিকো মডিউল, সুইফট অপারেশন, ডিলিং রুম অপারেশন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও সাইবার সিকিউরিটি শতভাগ নিশ্চিত করা।

৫. আইসিটি জনবলকে প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা। যেমন- সাইবার ক্রাইমের কলাকৌশল, লক্ষণ, ঝুঁকি চিহ্নিত বা প্রতিরোধ করার জন্য প্রশিক্ষণ দান করা।

৬. আইটি খাতে জনবল, বাজেট বা তহবিল বৃদ্ধি করা।

৭. ই-সার্ভিস ও সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। যেমন- সাইবার সম্মেলন, টক শো ইত্যাদি।

■ *লেখক : জেডি, এফআইসিএসডি, প্র.কা.*

মরুযাত্রা
ড্রিম ইন দ্য ডেজার্ট

হাসান শাহ্‌রিয়ার

এমিরেটস এর ফ্লাইটে সহযাত্রীর কাছে মজার এক গল্প শুনে আমি প্রায় হাসতে হাসতে পড়েই যাচ্ছিলাম। অথচ একটু আগেও লোকটার মন ভীষণ খারাপ ছিল। ছোট্ট এক মেয়ের ছবি সামনে নিয়ে বারবার দেখছিল জামাল শেখ। স্ত্রী-কন্যা রেখে, সহায় সম্বল বিক্রি করে মরুদেশে পাড়ি দিচ্ছেন।

আপনার মেয়ে? ছবিটা দেখে আমি জানতে চাইলাম। এই একটি কথাই তার জগৎ পাল্টে দিল। মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন তিনি। কথা আর গল্পের ঝুড়ি খুলে বসলেন- 'হারিস মিয়া নামের এক বাংলাদেশি যুবক চাকরি নিয়ে যাচ্ছিল আরব দেশে। সে যুগে ফেসবুক, মোবাইল বা ই-মেইল ছিল না। রিক্রুটিং এজেন্সি তার কোম্পানিতে টেলেক্স করে জানিয়ে দিল 'Haris Mia Coming'। আরবিতে হারিস শব্দের অর্থ প্রহরী আর মিয়া অর্থ একশ। নির্দিষ্ট দিনে সেই কোম্পানি এক হারিস মিয়াকে একশ জন ভেবে এয়ারপোর্টে ৫০ সিটের দুইটি বাস পাঠিয়ে দিল। এরকম আরো অনেক জামাল অথবা হারিস মিয়াদের সাথে আমি যাচ্ছিলাম বাহরাইন। গালফের বুকে মুক্তোদানা সদৃশ ছোট্ট দ্বীপদেশ- ল্যান্ড অব পার্ল। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র। আমি অবশ্য ব্যবসা করতে এখানে আসিনি। বরং বলা যায় এসেছি ব্যবসা শিখতে। ব্যাংকিং ব্যবসা। এয়ারপোর্ট থেকে যখন নামলাম, সূর্য তখন সেদিনের মতো বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত। হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হলাম। নরম বিছানা চুম্বকের মতো টানছিল আমার শরীরকে। মনকে শরীরের বিরোধী দল বানিয়ে দিলাম। আমি এখানে ঘুমাতে আসিনি। দেশের একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু দেখা শেষ। 'ঘর হইতে তাই দুই পা ফেলিয়া' এসেছি দূর দেশে। মুক্তাসদৃশ শিশির বিন্দু নয়, এখন সময় আসল মুক্তা দেখার। 'বাঁচতে হলে দেখতে হবে, জানতে হবে'- বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি হোটেল থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে আলোকিত নগরী মানামা। ঝলমলে সব দোকানপাট, হোটেল-রেস্টুরেন্ট। রাস্তায় প্রচুর বাংলাদেশি। বাংলায় লেখা হোটেল-রেস্তোরাঁ হামেশাই চোখে পড়ে। দেশের বাইরে দেশ! একটা বাংলা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। ঠিক মতিঝিলের রেস্তোরাগুলোর মতো। ছোটমাছ, ভর্তা-ভাজি সবই এক।

রাতের আলোকজ্জ্বল মরুনগরী যেন রূপকথার রাজ্য.....

পরের দিন সেমিনার। স্থান হোটেল শেরাটন ব্লু। এর সামনের রাস্তার উল্টোদিকেই কুরআন যাদুঘর, বাইত-আল কুরআন। প্রবেশসময় সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা। দুপুরে নামাজের বিরতি। তাই একটু ক্লাস ফাঁকি না দিলে সেখানে যাবার সুযোগ নেই। আর ক্লাস ফাঁকি না দিয়ে কে কবে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ হতে পেরেছিল? বেলা এগারোটার চা বিরতিতে চলে গেলাম সেখানে। চমৎকার সব ক্যালিগ্রাফি আর কাঠ এবং ধাতুতে খোদাই করা ক্ষুদ্রাকার, বৃহদাকার নানা রকমের কুরআনের সমারোহ! আল্লাহ্‌র বাণীর এক অনুপম প্রদর্শনী। সন্ধ্যায় ক্লাস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু এগিয়েই সামনে পার্ক। পাশে আরব সাগর। পার্কের একটা বেঞ্চে বসলাম। সাগরের একপাশ জুড়ে ঝলমলে রেস্টুরেন্ট-বাড়িঘর। ছোট্ট এক জাহাজ ভেসে যাচ্ছে সাগরের অন্যপ্রান্ত দিয়ে। থাইল্যান্ডের পাতায়ার মতো সংক্ষিপ্ত একটা বীচ। একজন ইউরোপিয়ান তরুণ প্রেয়সীর কোমর জড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হাওয়ায় ভাসছে প্রেমিকার এলোচুল। সাগরের মৃদু গর্জন। রোমান্টিক সমুদ্রসন্ধ্যা। এমন সময় প্রিয়তম কেউ পাশে না থাকা ভীষণ অন্যায়। এরকম পরিবেশেই বোধহয় বিখ্যাত ব্যান্ড Eagles এর কালজয়ী গান Hotel California'র সৃষ্টি হয়েছিল-

'On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of collitas, rising up through the air
I saw shimmering light and my sight grew dim…'

'ঘোর আধার মরুপথ, প্রশান্ত হাওয়ায় উড়ছে চুল
সবুজ নেশার উগ্র ঘ্রাণ, চোখে আলোকিত বিভ্রম।'

গানের শেষ লাইনটা ছিল, 'You can check out any time you like, but you can never leave. আমাদের এই দুনিয়া নামের রঙ্গশালাই কি গানের সেই হোটেল ক্যালিফোর্নিয়া? যেখানে হারানোর অনেক পথ, পালাবার পথ নেই। ভাবের কথা। এর মানে কি ? লালন শাহ বেঁচে থাকলে হয়তো গানের সুরে বলতে পারতেন। বাহরাইনে শেষ দিনের সেমিনার। লাঞ্চের সময় প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আমাদের কাছে জানতে চাইলেন 'হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট থিং হিয়ার ইন বাহরাইন টু ইউ ?' এক কোরিয়ান প্রশিক্ষণার্থীর উত্তরটা ছিল লা-জবাব -'দ্য বেস্ট থিং ইজ ওয়াইফ ইজ নট হিয়ার অ্যান্ড আই অ্যাম নাউ ফ্রি ফ্রম হার।' দুনিয়ার বেশিরভাগ পুরুষেরই কি একই ভাষা ? বিয়ের পর এমনিতেই ছেলেরা নাকি ব্যাচেলর ডিগ্রি হারায় আর মেয়েরা পায় তার মাস্টার্স। দুপুরের ভারি খাবার শেষে ক্লাসের সবাই তখন ফুড কোমাতে। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে 'post prandial somnolence'। কেউ কেউ ততক্ষণে মৃত্যুর ভাইকে ডাকতে শুরু করেছে। গ্রিক মহাকবি হোমারের ভাষায় ঘুম হলো মৃত্যুর সহোদর। এমন সময়

কারই বা ইচ্ছা করে ক্লাসে মনোযোগ দিতে। আমি নোটবুকে হাবিজাবি লিখতে শুরু করলাম। এমন সময় পাশের এক মালয়েশিয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করল, ইউ আর রাইটিং বাংলা, আরন্ট ইউ ? আমি একটু অবাক হলাম। বললাম 'ইয়েস, গ্রেট টু হিয়ার দ্যাট ইউ প্রনাউন্সড বাংলা নট বেঙ্গলি। আমি নিশ্চিত, এই ভদ্রলোকের তার দেশের বিসিএস পরীক্ষা দেবার অভিজ্ঞতা আছে। তা না হলে এসব দেশ, জাতি, ভাষা রাজধানী মুখস্থ রাখা কি চাট্টিখানি কথা ?

ঢাকা ফেরার পথে বাহরাইন-দুবাই ফ্লাইটে এক ইরানি ভদ্রমহিলার সাথে পরিচয়। পুতুলের মতো ফুটফুটে দুটি শিশু তার সাথে ছিল। এক ফাঁকে ভদ্রমহিলার চমৎকার ড্রেসের প্রশংসা করায় তিনি উত্তর দিলেন 'আসলে মানুষের উচিত পোশাকের চেয়ে তার ভেতরের মানুষটাকে বেশি সুন্দর বানানো। আরবিতে প্রবাদ আছে আল আলিব গালিব। অর্থাৎ তুমি তোমার পোশাকের চেয়ে বেশি সুন্দর।' এরকম সুন্দরী মেয়ের কাছে কে-ই বা দার্শনিক মার্কা উত্তর আশা করে? দুবাই বিমানবন্দরে নামার সময় একটা মজার ঘটনা ঘটল। বিমান থেকে কিছুতেই নামছিল না ভদ্রমহিলার ছোট্ট পুতুলটা। বিমানের পেছনে গিয়ে দৌড়াচ্ছিল সীটে, করিডোরে নির্বিঘ্নে-মনের আনন্দে। বড় বোনের তাকে রেখে বাড়ি চলে যাবার হুমকি, কেবিন ক্রুদের শত চেষ্টা ইত্যাদি ভয় থোরাই কেয়ার করছিল পিচ্চিটা। অন্যদিকে তার মা ছিল একেবারে নিশ্চিন্ত। লাগেজ গোছানো সেরে বললেন, মারিয়াম, (পিচ্চি পুতুলটার নাম) আই হ্যাভ সাম ক্যান্ডি ফর ইউ। ইফ ইউ ডোন্ট কাম, আই অ্যাম গনা গিভ অল দিজ টু ইয়োর সিস্টার। সাথে সাথে মারিয়াম ছুটে এল মায়ের কাছে। বুঝলাম, কাউকে ম্যানেজ করতে তার আগ্রহ আর ড্রাইভিং ফোর্সের জায়গাটা খুঁজে বের করা কতটা জরুরি। দুবাই পৌঁছে লাঞ্চের পর শুরু হলো আমাদের স্বপ্নযাত্রা। সাথে ছিল হোটেলের বিভিন্ন দেশের চার-পাঁচজন ট্যুরিস্ট আর এক থাই গাইড। শুরু করলাম দুবাই মল দিয়ে। বিশ্বের বৃহত্তম শপিং সেন্টার। প্রচুর বোরকাবৃত আরব নারী আর ট্যুরিস্ট সমাগম সেখানে। ছোটবেলায় আরবদেশ ঘুরে এসে এক বন্ধু বলেছিল আরব মেয়েরা দেখতে নাকি পরীদের মতো। কোথায় কিসের পরী ? ছোটবেলায় বাবার কাছে শোনা রূপকথার গল্পের কোনো পরী তো এরকম স্থূলাঙ্গীনি ছিলনা ! গাইড জানালেন, আরব মেয়েদের মধ্যে নাকি প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ মেয়ে ওভারওয়েট। এই পরিসংখ্যান নারীর বিলাসী জীবনযাপনের ইঙ্গিত দেয়। আরব পুরুষদের বিলাসী জীবন ঘর ছাড়িয়ে আসতে পারলেও মেয়েদেরটা ঘরের চার দেয়ালেই বন্দি। আরব মোল্লার দৌড় মসজিদ ছাড়িয়ে এখন দেশ দেশান্তরে হলেও তাদের স্ত্রী-কন্যাদের দৌড় শপিং মল পর্যন্তই- এই বিংশ শতকেও। হুমায়ুন আহমেদের মতে মেয়েদের প্রিয় বিশ্রাম হলো শপিং। সে হিসেবে দুবাই মল মেয়েদের জন্য বিশ্বের সেরা বিশ্রামের যায়গা। নানা লোভনীয় পণ্যের হাতছানি অগ্রাহ্য করে আমরা বিশ্বের নানা প্রান্তের কয়েকজন পুরুষ সেই মল মাত্র আধা ঘণ্টায় ঘুরে শেষ করলাম। এজন্য গিনেস কর্তৃপক্ষ আমাদের খুঁজেছিল কিনা জানিনা। এরপর সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে উপভোগ করলাম সাগরের বুকে মনোমুগ্ধকর আয়োজন, জলের নাচ- ড্যান্সিং ফাউন্টেন। দুবাই মলের অদূরেই বুর্জ আল খলিফা। আধা মাইলের বেশি উঁচু বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন। প্রতিবন্ধক না থাকলে এটা নাকি ৯৫ কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যেত। এর ১৫০ তলার উপরের বাসিন্দাদের নিচের লোকদের চেয়ে পাঁচ মিনিট বেশি সময় ধরে রোজা রাখতে হয় কারণ তারা অন্যদের চেয়ে বেশি সময় সূর্য উদিত অবস্থায় দেখতে পান। দুবাই ট্যুরিস্ট ইমিগ্র্যান্টদের কাছে অনেকটা স্বর্গের মতো। এখানকার শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ মানুষই বিদেশি। ক্রাইম রেট প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। এখানে লোকদের ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারী বা দ্রুতগামী অপরাধী ধরতে ট্রাফিক পুলিশ Lamborghini, Ferrari 'র মতো স্পোর্টস কার ব্যবহার করে। আমাদের কিছু পুলিশ, সরকারি বড় কর্তা বা তাদের বউ-বাচ্চারাও অবশ্য পাজেরোর মতো দামি গাড়ি ব্যবহার করেন, শপিং মলে মূল্যছাড়ের শেষ সুযোগ ধরতে। বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হোটেল, বড় শপিং মল, সর্বোচ্চ আবাসিক ভবনসহ সব বড়'র সমাহার দুবাইতে। এসব তো আমাদেরও হতে পারত। হয়নি। বিল গেটস এর ভাষায় 'গরিব হয়ে জন্মানোর দোষ তোমার না, বরং গরিব থেকে মারা গেলে তার জন্য তুমিই দায়ী।' এটার একটা প্রচলিত দেশি ভার্সন আছে 'তোমার নিজের বাপ গরিব, সেটা তোমার দোষ নয়, তোমার শ্বশুর যদি গরিব হয় তার জন্য তুমিই দায়ী।'

এরপর গেলাম দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সোনার বাজার-দুবাই গোল্ড সুক। সুক মানে বাজার। এখানে এসে গাইড আপা আমাদের সাথে একটু রসিকতা করতে চাইলেন, 'নো ওয়ান ব্লিং(ব্রিং) ওয়াইফ, সো ইউ হ্যাভ নো লিস্ক (রিস্ক) অফ লুজিং মানি।' তাই রিস্ক প্রটেকশন (পর্যাপ্ত মূলধন) না নিয়ে বা সোনার প্রতি দুর্বল মেয়েদের এখানে নিয়ে আসার আগে আপনাকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হবে। ১৯৯৯ সালে দুবাই শপিং ফেস্টিভ্যালে এখানে মোট বাইশ কেজি ওজনের প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ একটা সোনার চেইন আনা হয়েছিল। সেটা না থাকলেও বর্তমানে এখানে সাড়ে পাঁচ কেজি ওজনের একটা আংটিসহ আরও বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় রকম বড় বড় অলংকার আছে। ২০১৩ সালে এই বাজারে প্রায় আড়াই হাজার টন সোনা কেনাবেচা হয়েছে। আরেকটা মজার ব্যাপার, দুবাইয়ে বেশকিছু এটিএম আছে যেখানে আপনি নানান দেশের হরেকরকম মুদ্রার পাশাপাশি গোল্ড বারও পেতে পারেন। 'টাইম ইজ গোল্ড, সামটাইমস ইট ইজ মোর প্রেশাস দ্যান গোল্ড।' তাই সোনার বাজার অনেকটা অদেখা রেখেই চলে আসতে হলো। এরপর সাগরতলে তৈরি সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আমরা পৌঁছলাম বিশ্বের বিস্ময় পাম আইল্যান্ডে। পাম আইল্যান্ডের আকৃতি ভালোভাবে বুঝতে চাইলে একে আকাশ থেকে দেখতে হয়। বিশ্বের অন্যতম সেরা পাঁচতারা হোটেল 'আটলান্টিস' এই দ্বীপেই। সমুদ্রের নিচে এদের কয়েকটি বিলাসবহুল স্যুট আছে। এখানে ডলফিন আর মাছেদের সাথে ভেসে ভেসে কাঁচঘেরা জানালায় এসে আপনি আপনার প্রেয়সীকে জানাতে পারেন মনের ভাষা, 'আই লাভ ইউ' বা যা খুশি তাই। তবে এজন্য আপনাকে অবশ্যই মুসা বিন শমসের বা সাকিব আল হাসান হতে হবে। কারণ এখানে এক রাত থাকার খরচ প্রায় ২০ লাখ টাকা। সবশেষে যখন আল জুমেইরা বিচে পৌঁছলাম তখন রাতের আকাশে একঝাঁক তারা। বিচের পাশেই বিশ্বের একমাত্র সাত তারকা হোটেল, বুর্জ আল আরব। হাজার তারা আর প্রবল প্রতিপক্ষ চাঁদকে ম্লান করে নিজের অপূর্ব নীল-কমলা আলোয় জ্বলছিল বিশ্বের সবচেয়ে বিলাসবহুল এ স্থাপনাটি।

সময়ের অভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুলবাগান দুবাই মিরাকল গার্ডেন দেখা হলো না। হার্ট, পিরামিড, ইগলু, গাড়ি ইত্যাদি আকারের নানান রকম রঙিন ফুলের গাছও দেখা হলো না। তাই এই আনন্দময় মরুযাত্রা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মতো হয়ে রইল আমার, শেষ হইয়াও হইল না শেষ!

■ *লেখক: ডিডি, বিআরপিডি, প্র.কা.*

ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে নতুন ভাবনা

মোঃ জুলকার নায়েন

কয়েক বছর আগেও ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়নে মূল লক্ষ্য ছিল ব্যাংক ব্যবসার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতা ও স্বাস্থ্য ভালো রাখা। এটা ধরে নেওয়া হত যে, ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষিত হলেই এর আমানতকারীদের এবং মালিকের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। কিন্তু ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় আর্থিক ভোক্তা তথা আমানতকারী, সেবা গ্রহীতা এবং ঋণগ্রহীতাদের (বা বিনিয়োগ গ্রহীতা) জন্য অনুপযুক্ত বা ঝুঁকিপূর্ণ সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং এর ফলে সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতকেই ঝুঁকিপূর্ণ এবং অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে সে ভাবনা অনেকটাই উপেক্ষিত ছিল। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক আর্থিক সংকট (২০০৭-০৮) এর অভিজ্ঞতা আর্থিক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ে পরিণত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাব-প্রাইম মর্টগেজ সংকটের পিছনে যে এর অবাঞ্ছিত বিক্রয়-কৌশল (mis-selling) একটি অন্যতম কারণ ছিল সেটি এখন বিশ্বের আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রকদের নিকট উন্মোচিত হয়েছে। যার ফলে জি-২০ দেশসমূহ ২০১১ সালে আর্থিক ভোক্তাদের জন্য তৈরি করেছে High-level Principles on Financial Consumer Protection.

নিউক্লাসিক্যাল অর্থনীতির মডেল অনুযায়ী আর্থিক খাতের গ্রাহকগণের বাজার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা রয়েছে এবং তারা সবসময় যৌক্তিক আচরণ (rational behaviour) করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সাধারণ বিনিয়োগকারী, ঋণগ্রহীতা ও আর্থিক সেবাগ্রহীতাগণের যেমন বাজার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই, তেমনি তাদের আচরণও সবসময় যৌক্তিক নয়। ফলে ভোক্তাগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন বা তাদের জন্য অনুপযুক্ত শর্তাদি মেনে নিয়ে আর্থিক পণ্য বা সেবা গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে, ভোক্তাদের সাবধান করার নীতিই যথেষ্ট নয়, বরং তাদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত হয় এমনভাবে আর্থিক খাতের নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা যায় না। আর্থিক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনটি মূল বিষয় নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়- ১. ভোক্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, ২. ভোক্তাদের ওপর কোনো অন্যায্য বা প্রতারণাপূর্ণ শর্ত আরোপ না করা, এবং ৩. বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ রাখা।

বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে গঠন করে Consumer Financial Protection Bureau। অপরদিকে, যুক্তরাজ্য ২০১৪ সালে তাদের আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রককে (Financial Services Authority) ভেঙ্গে আলাদা করে দুটি নতুন আর্থিক নিয়ন্ত্রক ও তদারককারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে- Regulatory Authority Prudential এবং Financial Conduct Authority. প্রথমটির দায়িত্ব হচ্ছে আর্থিক খাতের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা; দ্বিতীয়টির দায়িত্ব হচ্ছে আর্থিক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

অবশ্য আর্থিক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে অস্ট্রেলিয়াকে পথিকৃৎ হিসেবে মনে করা যেতে পারে। ১৯৯০ এর দশকেই অস্ট্রেলিয়ায় দুটি আলাদা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে 'twin peaks' ধারণার ওপর নির্ভর করে। একটি আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার জন্য, অপরটি আর্থিক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। ভারতে আর্থিক ভোক্তাদের স্বার্থ দেখভাল করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ছাড়াও রয়েছে Banking Code and Standards Board of India (BCSBI)। এছাড়া ব্যাংক ও আর্থিক ভোক্তাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ২০০৬ সালে প্রণয়ন করেছে Banking Ombudsman Scheme. এদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি ব্যবস্থা প্রায় এক দশক আগে শুরু করলেও ২০১৪ সালের জুনে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা দিয়েছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। তবে ব্যাংকগুলো এ দিকনির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কি-না তা মাঝে মধ্যে যাচাই করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর জন্য প্রচলিত ব্যাংকের ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের দিকনির্দেশনাগুলো অনেকটা প্রযোজ্য হলেও, আরো কিছু যোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ ভোক্তাগণ প্রায়ই অভিযোগ করেন যে ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকগুলো শরিয়াহ্ লংঘন করে তাদের সাথে প্রতারণা করছে। অনেক ক্ষেত্রে তা বাস্তবিকই ঘটছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

আর্থিক খাতের ভোক্তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রাথমিকভাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব একটি ব্যবস্থা রাখবে। যদি এতে বিরোধ নিষ্পত্তি না হয় তখন ভোক্তা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের নিকট অভিযোগ নিষ্পত্তির আবেদন জানাতে পারে। তবে বিরোধ নিষ্পত্তির চেয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভোক্তাদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা বিশেষ প্রয়োজন। নিচে বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহকদের স্বার্থের প্রতিকূলে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো ঃ

প্রচলিত ব্যবস্থায় মেয়াদি ঋণের সিকিউরিটি হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সহায়ক জামানত ও ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ছাড়াও মোট ঋণের সমপরিমাণ ও প্রতিটি কিস্তির জন্য অগ্রিম তারিখবিহীন চেক জামানত হিসেবে নিয়ে থাকে।

এতে ঋণগ্রহীতাগণ প্রথম থেকেই আইনগত দিক থেকে অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকেন। কোনো ব্যবসায়িক অসুবিধার কারণে ঋণগ্রহীতা নিয়মিত কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তার বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালত আইনের আওতায় তার ভূমি ও সম্পত্তি যেমন বিক্রি করে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নিতে পারেন; আবার গ্রাহককে না জানিয়ে অগ্রিম তারিখবিহীন চেকে তারিখ দিয়ে চেক উপস্থাপন করে তা ডিজঅনার হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে এন. আই. অ্যাক্টের অধীনে ফৌজদারি মামলাও করতে পারেন। এতে গ্রাহক উভয়দিক থেকে মামলার সম্মুখীন হয়ে বিপর্যস্ত বোধ করেন। অনেকক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহককে হয়রানি করার জন্য অগ্রিম চেক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে এ ধরনের অগ্রিম তারিখ-বিহীন চেক গ্রহণের অবাঞ্ছিত আচরণ বন্ধ করে এবং গ্রাহকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অযথা হয়রানির সুযোগ গ্রহণ না করে সে ব্যাপারে উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

প্রচলিত ব্যবস্থায় ব্যাংকসমূহ চলতি মূলধন এবং মেয়াদি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে চুক্তিতে পরিবর্তনশীল সুদের হার নির্ধারণ করার সময় প্রাথমিকভাবে একটি সুদের হার ঘোষণা করেন (ধরা যাক ১৪%); এর সাথে শর্ত আরোপ করে এই হার যে কোনো সময় পরিবর্তন করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। ফলে এমন হতে পারে যে ছয় মাস পর ১৫% এবং এক বছর পর ১৬%, দুই বছর পর ১৭% সুদের হার আরোপ করা হবে। বাস্তবে এমন হয়েছে অনেকক্ষেত্রে। গ্রাহকের পক্ষে সেটা বহন করা সম্ভব না হলেও তার পক্ষে অন্য কোনো সহজ পথ খোলা থাকে না। মেয়াদের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে গেলেও তাকে ২% হারে অতিরিক্ত চার্জ বহন করতে হবে। এ অবস্থায় ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয় যদিও গ্রাহকের জন্য প্রতিকূল শর্তের কারণে ব্যাংক সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। যদি পরিবর্তনশীল সুদ হার নির্ধারণের জন্য সহজলভ্য একটি রেফারেন্স রেট (যেমন- নিয়মিত প্রকাশিত ব্যাংকের নিজস্ব বেইস রেট অথবা পাঁচ-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড ঈল্ড) ব্যবহার করা হতো তাহলে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা কম হতো। গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে একটি দিকনির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ব্যাংকগুলো খুচরা গ্রাহকদের নিকট মাসিক কিস্তিতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের সময় যে সুদের হার ঘোষণা করে (ধরা যাক ১৩%), তা অপেক্ষা প্রকৃত সুদের হার হিসাব করে দেখলে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় তা অনেক বেশি হয় (প্রায় ৩৩%)। এ জন্য খুচরা ঋণগ্রহীতাদের সুদ হিসাবায়নের পদ্ধতি প্রকাশ করা এবং প্রকৃত সুদের হার উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা উচিত যাতে গ্রাহকগণ প্রবঞ্চিত না হন।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর 'শিডিউল অব চার্জেস' শাখায় দৃষ্টিগ্রাহ্য করে প্রদর্শন করার কথা থাকলেও তারা সেটা প্রায়ই করেন না; তাছাড়া, এতে কোনো পরিবর্তন আসলে সেটা অন্তত এক মাস আগে জানানোর নির্দেশনা দেয়া হলেও তা মানা হয় না। ফলে পরবর্তীকালে বিরোধ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

ইদানীং ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকগুলোকে দেখা যাচ্ছে সুদভিত্তিক ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার চলতি মূলধন ঋণ ও মেয়াদি ঋণের সুদাসল পরিশোধ করে অর্থাৎ ঋণ অধিগ্রহণ বা ক্রয় করে তাদের বিনিয়োগ হিসাবে পরিণত করছে এবং তার ওপর মুনাফা প্রয়োগ করছে অনেকটা প্রচলিত হারে সুদ প্রয়োগের মতো, যার সাথে পণ্য ও সেবার প্রকৃত বিনিময় হচ্ছে না। এটি শরিয়াহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন গ্রহণযোগ্য কি-না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকছে, তেমনি গ্রাহকের জন্যও সুবিধাজনক হচ্ছে কি-না, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকছে। ফলে দেখা যায় গ্রাহক বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে বার বার বিনিয়োগ পুনঃতফসিলের সুযোগ নিচ্ছে। এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে এবং উভয়পক্ষ বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে ইসলামি ব্যাংকগুলোকে কম প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ অধিগ্রহণ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে শরিয়াহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু শর্তাদি আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার সুযোগ রয়েছে।

ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকগুলো আমদানি ঋণপত্র খোলার পর আমদানি বিল পরিশোধ করার সময় বাই-মুরাবাহা (ট্রাস্ট রিসিট) অথবা বা-মুয়াজ্জাল (ট্রাস্ট রিসিট) বিনিয়োগ সৃষ্টি করে; তবে সেটা ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রি করে নগদ প্রবাহ সৃষ্টির চক্র অনুসরণ করে তিন বা চার মাসের জন্য না করে এক বছরের জন্য মুনাফা আরোপ করে। পরবর্তীকালে আবার বিনিয়োগ গ্রাহককে নির্ধারিত বিনিয়োগ সীমা এবং সময় বর্ধিত করার মাধ্যমে মুনাফা প্রদর্শন করছে। শরিয়াহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নৈতিক দিক থেকে এ ধরনের পদ্ধতি প্রশ্নসাপেক্ষ; পরবর্তীকালে গ্রাহক বিনিয়োগ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রেও ব্যাংক ও গ্রাহকদের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রয়োগ করতে পারে।

খুচরা ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংকগুলো অনেকসময় এজেন্ট হিসেবে তৃতীয় পক্ষকে নিয়োগ করে। ইদানীং অনেক গ্রাহক অভিযোগ করেন এজেন্টের কর্মীরা ঋণ আদায়ের জন্য টেলিফোনে অথবা সামনাসামনি গ্রাহকের সাথে বা তার আত্মীয়স্বজনের সাথে অশোভন আচরণ করেন, বাসায় অথবা অফিসে বিনা নোটিসে এসে বিব্রত করেন। এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোর উচিত তাদের এজেন্টদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন করা, যা কোনো কোনো দেশে অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

আমি আর তালিকা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আজকের লেখার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেন পণ্য ও সেবা বিতরণের ক্ষেত্রে এমন কিছু আচরণবিধি মেনে চলে যাতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের স্বার্থই সংরক্ষিত হয়। কারণ গ্রাহকের অজ্ঞানতার ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি গ্রাহকদের জন্য অনুপযুক্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ শর্তাদি চাপিয়ে দেয়, তবে গ্রাহকদের ব্যর্থতার দায়ভার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরও বর্তাবে।

আর আর্থিক ভোক্তা বা গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষিত না হলে অবশেষে আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবে এবং অনেক সম্ভাব্য গ্রাহক আর্থিক সেবার বাইরে থেকে যাবেন স্বেচ্ছায়, যা কারও কাম্য নয়।

■ *লেখক : ডিজিএম, এফআইসিএসডি, প্র.কা.*

নারীর কর্মসংস্থান
২০০ কোটি টাকার আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

প্রথম পর্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষকদের আর্থিক সেবার আওতাভুক্ত করা ও তাদের অনুকূলে প্রদানকৃত সরকারি ভর্তুকির অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যূনতম ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করে। পরবর্তী সময়ে কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়ন ও ব্যাংকিং খাতের সাথে অধিকতর যুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০০ কোটি টাকার আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল (Revolving Refinance Fund) চালু করা হয়। মূলত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর গতিশীল করার মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন প্রক্রিয়ার প্রসার এবং দেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাই ছিল এ তহবিল গঠনের মূল উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষকদের পাশাপাশি এই স্কিমের আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৪ সালের ১৪ মে তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এই পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটি চালু করে। বর্তমানে দেশে কার্যরত ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৩৩টি ব্যাংক এই পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের অর্থ ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ পর্যন্ত এই তহবিলের আওতায় তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক, ব্যবসায়ী ও অন্য আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের মধ্যে ২৭ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ন্যায় এ বছরও ব্যাংকগুলো নিজেরাই তাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ঋণ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে দেশে কার্যরত ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৩৩টি ব্যাংক এই পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের অর্থ ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ পর্যন্ত এই তহবিলের আওতায় তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক, ব্যবসায়ী ও অন্য আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের মধ্যে ২৭ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ন্যায় এ বছরও ব্যাংকগুলো নিজেরাই তাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ঋণ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে ইতোমধ্যে অনেকেই অর্জন করেছে প্রভূত সাফল্য। বিস্ময়করভাবে এর মধ্যে একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গৃহিণী, নারী কৃষক ও ব্যবসায়ী। তারা এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে, পরিবারের অন্যদের ভরণপোষণের কাজেও সাহায্য করছে। ক্ষুদ্র এ ঋণ নিতে কাগজি জটিলতা স্বল্প থাকায় নারীরা এ ঋণ গ্রহণে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠছে। দীর্ঘদিন ধরে মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা কিছু করার ইচ্ছা পরিণত হচ্ছে বাস্তবে। স্বল্প পরিমাণে ঋণ নিয়ে শুরু করা ব্যবসার মাধ্যমে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে। এখন তারা ব্যাংক থেকে বড় আকারের ঋণ নিয়ে আরেকটু বৃহৎ পরিসরে আরও বড় কিছু করতে আগ্রহী। অনেক নারী আবার দীর্ঘদিন ধরে একটি ব্যবসার সাথে যুক্ত। দীর্ঘদিনের এ ব্যবসাকে আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যেতেও তারা পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় প্রদত্ত এ ঋণের সুবিধা নিচ্ছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ঋণ গ্রহণ করে সফলতা অর্জনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে যশোর, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চলে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে এসব অঞ্চলের নারীরা হয়ে উঠেছেন স্বাবলম্বী, পরিবারের মূল চালিকাশক্তি। একই সাথে এ সকল নারী তাদের আশেপাশের অন্য নারীদেরও অনুপ্রাণিত করে তুলছেন।

পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে নারীরা হয়ে উঠেছেন স্বাবলম্বী

যশোর জেলা, নাভারণ থানা

যশোর জেলার নাভারণ থানার হারিয়া গ্রামের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে লাল, নীল, হলুদ, কমলা, সাদা, মেজেন্টা ইত্যাদি নানা বর্ণের বিভিন্ন ফুলের বিচিত্র সমাহার। আর এই বিভিন্ন রঙে অঞ্চলটিকে রাঙিয়ে তোলার পেছনে রয়েছেন ১৭ জন পরিশ্রমী নারী কৃষক। এই নারীদের প্রত্যেকেই ১০ টাকার হিসাবধারী এবং তারা সকলেই বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ঋণ নিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ফুলের চাষ শুরু করেছেন। আবার কেউবা চলমান ফুল চাষের কার্যক্রমকে ঢেলে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়েছেন। তাদের ফুল বাগানকে সমৃদ্ধ করেছেন নতুন ধরনের এক প্রজাতি জারবেরা ফুলের মাধ্যমে। ২০১৫ সালে এই ১৭ জন নারী বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় পূবালী ব্যাংক লিঃ এর নাভারণ শাখার মাধ্যমে ৫০,০০০ টাকা করে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

শাহান আরা বেগম। স্বামী দর্জির কাজ করেন। তিন ছেলেমেয়ের প্রত্যেকেই পড়াশুনা করছে। প্রায় ১৫ বছর ধরে ফুল চাষের সাথে জড়িত রয়েছেন। হঠাৎ করেই গত বছর অর্থ ঘাটতি দেখা দেয়। জারবেরা ফুলের চাষে লাভ বেশি তবে শেড তৈরি না করলে উন্নতমানের ফুল জন্মানো সম্ভব নয়। আর এই শেড তৈরির জন্যই গত বছর পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ৫০,০০০ টাকা ঋণ নেন। ঋণের টাকায় তৈরি শেডের ছায়ায় বর্তমানে ফুটে আছে নানা বর্ণের জারবেরা ফুল। বাড়ছে গ্রাহকের সংখ্যা। মুনাফাও হয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। লাভ বেশি থাকায় এ বছরে তিনি আরও বেশি পরিমাণে এ ফুলের চাষ করবেন। ঋণ নেয়ার সুফল বুঝতে পেরে তিনি পুনরায় একই ঋণ নেয়ার পরিকল্পনা করছেন।

মোসাঃ রিজিয়া আক্তার। স্বামী ও দু'মেয়েকে নিয়ে তার সংসার। দু'মেয়ের একজন এইচএসসি এবং অপরজন এসএসসি পড়ছে। ১০ বছর আগে নিজের অর্থে ফুল চাষ শুরু করেছিলেন। পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের চাষও করে থাকেন। বর্তমানে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে রজনীগন্ধা ফুলের চাষ করেছেন। প্রথমদিকে ব্যাংকে যাওয়ার মতো সাহস ছিল না। স্বল্প সময়ে ৫০,০০০ টাকা ঋণ পেয়ে সাহস বেড়েছে, একই সাথে সুবিধাও বুঝতে পেরেছেন। বর্তমানে বড় আকারে কৃষি ঋণ নিয়ে জারবেরা ফুলের চাষ করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি বলেন, কৃষি ঋণগুলোর কিস্তি যদি ফসলের সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেয়া হয় তবে চাষিরা ঋণ নিতে আরও আগ্রহী হয়ে উঠবে। কিস্তি পরিশোধেও সুবিধা হবে।

তাসলিমা বেগম। স্বামী রাজু আহমেদ। দু'জনে মিলে একইসাথে ফুল চাষ করেন। গত বছর ফুলের চাষ করতে গিয়ে হঠাৎ করেই অর্থসংকটে পড়েন। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গ্লাডিওলাস ফুলের চারা লাগান। ফলন ভালো হওয়ায় কিস্তির সব টাকা পরিশোধ করেছেন। আবারও ঋণ নিতে আগ্রহী দু'জনেই।

ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সুবিধা কী- এ প্রশ্নের উত্তরে তারা একই সাথে বললেন অনেক কাগজ লাগে তাই ব্যাংকে যাওয়ার কথা কখনও ভাবিনি। এই ঋণ নিতে তেমন কোনো কাগজ লাগেনি। জামিনদারেরও প্রয়োজন হয় না। সুদের হারও কম। আবার বিপদের মুহূর্তে অর্থের যোগানও দেয়। তাই তারা এখন আবারও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বড় পরিসরে ফুলচাষ করতে আগ্রহী।

মোসাঃ সাজেদা বেগম। স্বামী শারিরীক প্রতিবন্ধী। ১৫ বছর আগে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে শুরু করেছিলেন ফুলের ব্যবসা। গত বছর হঠাৎ করেই অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয় বীজ ও চারা কেনার জন্য। আশেপাশের অন্যান্য নারীকে দেখে ব্যাংকে গিয়ে ১০ টাকার হিসাব খোলেন ও ৫০,০০০ টাকা ঋণ নেন। সুদের হার অনেক কম দেখে আশ্চর্য হন। বর্তমানে তিনি পুনরায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে আগ্রহী। নিজের ফুল চাষকে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও নিয়ে যেতে চান তিনি। সুযোগ পেলে বিদেশেও ফুল রপ্তানি করতে চান। নিজের অর্থে তৈরি পাকা বাড়িতে বাস করেন এখন। সম্ভব হলে এ অঞ্চলের অন্য ফুলচাষিদের ভাগ্যোন্নয়নেও কাজ করতে চান সাজেদা।

মাকে আমার পড়ে মনে

নাসরিন বানু

(প্রয়াত মায়ের স্মরণে)

সেদিন রাতভ'র মুষল বৃষ্টি ছিল, আমাদের বুকের ভেতরটায় ছিল জমাট কষ্টের প্রপাত
আমরা যখন দুলে ওঠা ঢেউয়ের পদ্মা পেরিয়ে রাতশেষে হাজির আইসিইউ'র সামনে
তুমি তখন সংজ্ঞাহীন, তেপান্তরের রাজ্যে বিলীন, সীমানায় নেই সন্তান, সংসার
ঐ রাজ্যের নাম এবং কে তার রাজা-সবই জানা, তবু মন মানেনা, এমনই নাচার।

হিম শীতল নিঃশব্দ ঘরে সাদা চাদরে শুয়ে থাকা তোমাকে ডাকলাম-'মা, মাগো'
তোমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম,যেন জমে থাকা বিন্দু বিন্দু অভিমান নিরবে বলে উঠল-
'এই তোমাদের সময় হলো আসার? আগে কি একটুও সময় ছিল না কারো হাতে?
আমি জেগে থাকতে কেন এলে না তোমরা ! আরও কিছু কথা ছিল তোমাদের সাথে।'

তোমার জ্ঞান ফেরার আশায় সারারাত আমরা বসে রইলাম হসপিটালের বারান্দায়
আমাদের ছোট ভাই অন্ধকারে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ভোর নিয়ে এলো জানালায়
তবু জ্ঞান ফিরলো না তোমার, শুধু মশাদের সাথে স্মৃতির গুনগুনানি বাজলো এসে কানে-
যেদিন তোমার তুমুল যুদ্ধের জয় ভাসিয়ে নিতে পারেনি কোন বৈরী বাতাস, কিংবা বানে

কঠিন সময়ের বাতাবরণ পেরিয়ে তুমি আমাদের একদিন আলোর পথে এনেছিলে
কুপিতে জ্বালানো তোমার সেই আলো নিয়ন বাতি হয়ে জ্বলছে আজও বাগান বাড়ির ঘরে
যেখানে তুমি কোনদিন আর ফিরে আসবে না, উঠে বসবে না আমরা দূর থেকে গেলে
বলবে না- 'আর ক'টা দিন থেকে যাও আমার কাছে, এই তো সবেমাত্র এলে'

আমাদের জন্যে দুঃখ কষ্টকে একদিন ভাগাভাগি করে নিয়েছিলে মন্বন্তরের যুদ্ধে
নিজের শ্রম, নিষ্ঠাকে দুঃসময়ের সড়কী বানিয়ে, আল্লাহকে মেনেছিলে জীবন মাঠের ঢাল
বলেছিলে, 'বিদ্যে মানুষকে বড় করে তোলে, কোরআন শিক্ষা বানায় এলেমদার'
সব শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়ে দূর করেছিলে ঘিরে থাকা সেদিনের সেই-সকল অন্ধকার।

বিস্তর সময় রাস্তায় বিলিয়ে অফিসে আসি, তোমার আর এক মেয়ে ব্যস্ত রোগীর সেবায়
ছেলে তোমার সকালে এখন মস্ত বেকার- তোমার দাঁতব্রাশ, অষুধ দেবার কাজ নেই তার
রাতে তোমায় দেখ-ভালে মেঝেতে থাকা পুত্রবধূ তোমার, এখন থেকে রোজ খাটে ঘুমায়
শান্ত শিষ্ট বড় মেয়ে তোমার সারাক্ষণই জায়নামাজে তোমার জন্যে আর্জি চালিয়ে যায়-

হ্যাঁ মা, এই সভ্যতা, রাজনীতি, এই হা-ভাতে দেশ আমাদের আমূল খেয়েছে গিলে
মন চাইলেও ছুটে যেতে পারিনা নদীর পাড়ের সেই গোরস্থানে, যেখানে রয়েছ তুমি
আরও শুয়ে আছেন আমাদের বাবা, ঘৃণ্য রাজনীতির ভুল বলিদান- আমাদের বড় ভাই
তোমাদের দেখে খুব মনে হচ্ছে, মৃত্যুর মত বড় সত্য সামনে আমাদের আর কিছু নাই।

খুব ইচ্ছে করে কবরের মাটি সরিয়ে সরিয়ে একটি বার আলগোছে তোমায় দেখি
হিম কপালে আলতো ঠোঁটে চুমু খেয়ে শেষবারের মত তোমায় বলি- 'মাগো,
তোমার জন্যে দিতে পারলাম না একরত্তি ক্ষণ, জলের দামে বিক্রি করা সময় থেকে
তুমি সব অপরাধ ক্ষমা করে দিও, শুধু তোমার খাস দোয়াটুকু আমাদের জন্যে রেখে'

কবি পরিচিতি: ডিজিএম, ডিএফআইএম, প্র.কা.

আমার বাবা

মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনি

বাবা আমার ছিলেন যেন বটবৃক্ষের ছায়া
বুকের ভেতর পূর্ণ ছিল পৃথিবীর সব মায়া।
সবার মায়া ছেড়ে কেন হঠাৎ গেলেন চলে
এ জগতের সকল কর্ম, সকল কষ্ট ফেলে।
তোমার শিক্ষা যেন থাকে আমার সকল কাজে
তোমার স্বপ্ন থাকে যেন সকাল থেকে সাঁঝে।
বাবা তুমি দেখতে কি পাও কষ্ট কত বুকে
হাহাকারে বুক ভেঙে যায় কাঁদছি তোমার দুখে।
ঐ আকাশের তারা হয়ে, দেখে রেখো মোরে
যাইনা যেন ভেসে কভু উল্টো স্রোতের তোড়ে।

কবি পরিচিতি: এডি, গভর্নর সচিবালয়

এই মুহূর্ত আমার একান্ত আমার

মোহাম্মদ মাহিনুর আলম

এই তো আমি মুক্তি পেলাম, হোকনা শুধু ক্ষণিকের জন্য;
অতীতের গ্লানি, ভবিষ্যতের উদ্বেগে অনেক ভুগেছি
আর কতকাল ব্যর্থতার জন্য বিষণ্নতা
আর সাফল্যের জন্য বৃথা অহঙ্কার মেনে নেব।
আর কতকাল মুহূর্তে মুহূর্তে কাপুরুষের মৃত্যু মেনে নেব
আর কতকাল বন্দি দশা মেনে নেব আপন সাফল্যের সোনালী পিঞ্জরে তাই,
আমি এই মুহূর্তে মন ঢেলে দিলাম, উজাড় করে আমার সমস্ত প্রাণ শুধু
এই মুহূর্ত আমার একান্ত আমার,
এই মুহূর্ত আমার রত্নগর্ভা সমুদ্র
কাল কি হবে কে জানে, কাল কে রবে কে জানে
আমি কি অস্বীকার করব একদিন কোনো এক মুহূর্ত
ঠিক শেষ মুহূর্ত হবে ?
সে দিন আমি কোনো পার্থিব মুহূর্তের অপেক্ষায়
প্রতি মুহূর্তের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে ঠেলে দেব ?

কবি পরিচিতি: : জেডি, বিবিটিএ, প্র.কা.

মা

মোঃ সাহিনুল ইসলাম (সাহিন)

মা মানে মায়া, মা মানে আদরের ছায়া।
মা বিহীন হয় না কারও আপন ঠিকানা
জগৎ জুড়ে আছে মায়ের হাসি মুখখানা
এই কথাটি কি আছে কারো অজানা ? মায়ের মুখের হাসি
পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসি,
মা ছাড়া পৃথিবীর সবই অচেনা আর পর, মাগো তুমি আমার মা
এই পৃথিবীতে সবচেয়ে অতি আপনজনা।

কবি পরিচিতি: : সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, আইন বিভাগ, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

পতনের সংগ্রাম চলছে

সরকার পতনের সংগ্রাম চলছে
এরকম কথা সব নেতারা তো বলছে।
পতনের সংগ্রাম- কী যে তার অর্থ
খুঁজে তুমি পাবে নাকো স্বর্গ ও মর্ত্য !
পণ্ডিত বলছেন হয়ে ভারি ক্রুদ্ধ,
'পতন এখানে ভুল, উচ্ছেদ শুদ্ধ।
অন্য শব্দ চাও? তবে বলো উৎখাত
অশুদ্ধ শব্দের থাকবে না উৎপাত।'

[সরকারবিরোধী আন্দোলনে বিরোধী দলের নেতারা প্রায়ই বলেন, 'সরকার পতনের সংগ্রাম চলছে।' কিংবা 'সরকার পতনের আন্দোলনে যোগ দিন।' এই বাগ্‌রীতি শুদ্ধ নয়। আসলে 'পতন' হচ্ছে পরিণাম, আর কর্মপ্রক্রিয়া হচ্ছে 'উচ্ছেদ' বা 'উৎখাত'। সুতরাং বলতে হবে 'সরকার উৎখাতের সংগ্রাম চলছে।' কিংবা 'সরকার উচ্ছেদের আন্দোলনে যোগ দিন।' উচ্ছেদ কিংবা উৎখাত করলে পতন ঘটবে। আর 'পতন' যদি ব্যবহার করতেই হয়, তবে বলতে হবে, 'সরকারের পতন ঘটানোর সংগ্রাম চলছে।']

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিতে নতুন সংগ্রহ

পাঠকদের জ্ঞানের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি প্রায়শই উন্নয়ন, অর্থনীতি, সাম্প্রতিক ইস্যু ও সাহিত্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বই ও সাময়িকী সংগ্রহ করে থাকে। প্রকাশনাগুলো পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা যেমন উপকৃত হন তেমনি সামষ্টিকভাবে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। নিম্নে পাঠকগণ এক নজরে সাম্প্রতিক সময়ে সংগৃহীত নিম্নোক্ত বই/সাময়িকী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

The Age Of Sustainable Development
- Jeffrey D. Sachs
Columbia University Press, USA; 2015

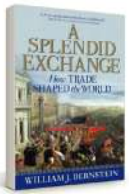

A Splendid Exchange : How Trade Shaped The World
- William J. Bernstein
Grove Press, USA; 2008

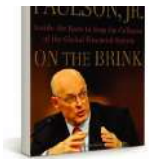

On The Brink : Inside The Race To Stop The Collapse Of The Global Financial System
- Henry M. Paulson
Business Plus, USA; 2011

The Elusive Quest For Growth : Economists' Adventures And Misadventures In The Topics
- William Easterly
Mit Press, USA; 2001

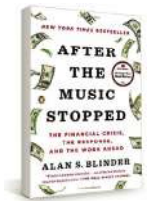

After The Music Stopped : The Financial Crisis, The Response, And The Work Ahead
- Alan S. Blinder
The Penguin Press, USA; 2013

Against The Gods
The Remarkable Story Of Risk
- Peter L. Bernstein
Wiley international, USA; 2014

Barron's Gre 2016
- Sharon Weiner Green and Ira K. Wol
Galgotia Publications, 2016

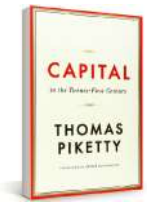

Capital : In The Twenty-First Century
- Thomas Piketty
Harvard University Press, USA; 2014

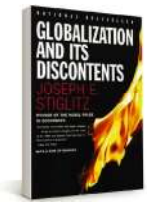

Globalization And Its Discontents
- Joseph E. Stiglitz
Penguin Books, USA; 2002

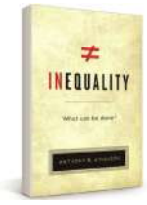

Inequality: What Can Be Done?
- Anthony B. Atkinson
Penguin Books, USA; 2015

Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten The World Economy
- Raghuram G. Rajan
Collins Business, USA; 2011

জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি: ১৯০৫-৪৭
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সংহতি, বাংলাদেশ; ২০১৫

7th Five Year Plan FY2016-FY2020: Accelerating Growth, Empowering Citizens
- Bangladesh Planning Commission

Human Development Report 2015: Work For Human Development
- United Nations Development Programme

Millennium Development Goals : Bangladesh Progress Report 2015
- Bangladesh Planning Commission

পৃথিবীর সুরক্ষায় লেজার আবরণ

'ভিনগ্রহের প্রাণীরা' আমাদের এই পৃথিবীর সুন্দর পরিবেশ আর বিপুল সম্পদের সন্ধান পেয়ে গেলে কী হবে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের অনেকে বহুদিন ধরেই চিন্তিত। নন্দিত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তো ইতোমধ্যে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'অন্য গ্রহের প্রাণীরা' মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।

তাহলে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষার উপায় কী? যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জ্যোতির্বিদ ডেভিড কিপিং ও অ্যালেক্স টিচির প্রস্তাব, বিপুল পরিমাণ লেজার রশ্মি ব্যবহার করে আমাদের এই গ্রহকে 'ভিনগ্রহের বাসিন্দাদের' দৃষ্টির আড়াল করা যেতে পারে।

কিপিং ও টিচি বলেছেন, 'ভিনগ্রহের প্রাণীরা' হয়তো মানুষের মতোই অন্য কোথাও বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ফলে তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করবে নক্ষত্রকে আবর্তনকারী একেকটি গ্রহের আলো কমে যাওয়ার ব্যাপারটা। এভাবে তারা একসময় পৃথিবীর অস্তিত্ব জেনে যাবে। গ্রহগুলোর নিজস্ব কোনো আলো নেই। খালি চোখে সেগুলোকে একেকটি কালো বিন্দুর মতো দেখায়। কিন্তু সৌরজগতের বাইরের গ্রহগুলোর অবস্থান অনেক বেশি দূরে। সেখান থেকে কেউ দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এই পৃথিবীকে যদি দেখতে পায়, হয়তো এখানে আসার পরিকল্পনা করতে পারে। তাই এ ধরনের আগমন রুখতে নিয়ন্ত্রিত লেজার রশ্মির ছদ্ম আবরণ তৈরি করে 'ভিনগ্রহের বাসিন্দাদের' বিভ্রান্ত করতে হবে। আর এভাবে পৃথিবীকে তাদের চোখের একেবারে আড়ালে রাখাও সম্ভব। এ বিষয়ে অধ্যাপক কিপিং ও তাঁর ছাত্র টিচির একটি গবেষণা প্রতিবেদন রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির (আরএএস) মান্থলি নোটিশেস সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

ভিন গ্রহের প্রাণীদের আক্রমণ ঠেকাবে শক্তিশালী লেজার আবরণ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (নাসা) কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে এ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার নতুন গ্রহের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে। কিপিং ও টিচি মনে করেন, 'ভিনগ্রহের প্রাণীরাও' নিশ্চয়ই এ রকম যন্ত্র দিয়ে বসবাসযোগ্য নতুন গ্রহের খোঁজ করবে। তাই পৃথিবীকে আড়াল করতে প্রতিবছর একবার টানা ১০ ঘণ্টা ধরে ৩০ মেগাওয়াটের নিরবচ্ছিন্ন লেজার প্রবাহ ব্যবহারের কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এতে 'ভিনগ্রহের প্রাণীদের' কাছে মনে হবে, এই পৃথিবীতে কখনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিলই না।

অদৃশ্য ট্রেন আনছে জাপান!

দ্রুতগতির বুলেট ট্রেনের ধারণা এখন পুরোনো হয়ে গেছে। দুই বছর ধরে ঘণ্টায় ৫৮০ কিলোমিটার বেগে গোটা জাপান চষে বেড়াচ্ছে বুলেট ট্রেন। এখন সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের অত্যাধুনিক ট্রেনের। জাপানের ট্রেন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সেইবু রেলওয়ে এবার এমন এক ট্রেন বানাতে চায়, যা বাইরের দর্শকদের চোখে হবে ভার্চুয়ালি অদৃশ্য।

জাপানের স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান সানার সহপ্রতিষ্ঠাতা স্থপতি কাজুও সেজিমা নতুন এই ট্রেনটির নকশা করেছেন। তিনি সম্প্রতি স্থাপত্যশিল্পের নোবেল খ্যাত 'প্রিৎজকার প্রাইজ' পেয়েছেন। ট্রেনটি যে সত্যিই পুরোপুরি অদৃশ্য হবে, তা কিন্তু নয়। ট্রেনটি হবে সর্বোচ্চ মাত্রার প্রতিফলনশীল। আসলে ট্রেনটি এর অত্যন্ত প্রতিফলনশীল কাচের দেয়ালগুলো দিয়ে আশপাশের সবকিছু থেকে আগত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করে আবার দর্শকের চোখেই ফিরিয়ে দেবে। ফলে ট্রেনটিকে আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য বলে মনে হবে।

আলোক রশ্মির প্রতিফলন ট্রেনকে করবে অদৃশ্য

উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্থপতিদের প্রকল্পগুলোর ভেতর এটি অনেক বেশি প্রতিশ্রুতি-শীল, কারণ বর্তমানে যে ট্রেনগুলো লাইনে আছে তাতেই নতুন এই নকশা প্রয়োগ করা যাবে। সেইবু রেলওয়ের শততম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি সেজিমাকে তাদের রেড অ্যারো এক্সপ্রেস কমিউটার ট্রেনকে ভেতরে-বাইরে নতুন করে নকশা করার অনুমতি দিয়েছে। ২০১৮ সালে লাইনে সংযুক্ত হয়ে জাপানজুড়ে ১৭৮ কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করবে ট্রেনটি।

তবে ট্রেনটির নকশার বিষয়ে এখনো বিস্তারিতভাবে তেমন কিছু জানানো হয়নি। কিছুটা ধারণা দিয়েছে ডেজিন ম্যাগাজিন। সাময়িকীটি জানিয়েছে, নতুন করে গোটা ট্রেন না বানালেও চলবে। বর্তমানে লাইনে আছে এমন ট্রেনের বাইরের দিকে প্রায় স্বচ্ছ এবং কাঁচ লাগানো পাত সংযুক্ত করে একে একটি রুপালি বুলেট ট্রেনের রূপ দেওয়া হবে।

জেলখানা পাহারা দেবে কুমির

জেলখানার পাহারাদার হিংস্র কুমির

জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিজ 'প্রিজন ব্রেক' বা বিখ্যাত সিনেমা 'দ্য শশ্যাংক রিডেম্পশন'-এ জেল পালানোর চমকপ্রদ নিদর্শন রয়েছে। এই কাহিনীগুলো কিন্তু বাস্তব ঘটনা থেকেই নেওয়া। কখনো পাহারাদারকে ঠকিয়ে, কখনো বা জেলখানার নকশা ঘেঁটে কৌশলে দেয়াল বা গরাদ ভেঙে পালিয়েছে বহু কয়েদি। তবে ইন্দোনেশিয়ার কয়েদখানায় এখন এমন এক ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা হচ্ছে, তাতে কয়েদিরা কোনো অবস্থাতেই পালানোর চিন্তা করতে পারবেন না। ব্রেক ডটকম এক খবরে জানাচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ার কারাগারে এখন পাহারা দেওয়ার কাজে হিংস্র কুমির ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হচ্ছে !

মাদক সমস্যা নিয়ে খুবই সচেতন ইন্দোনেশিয়া। মাদকপাচার এবং মাদক-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত অপরাধীদের তারা এমনভাবে রাখতে চায়, যাতে এই অপরাধীরা কোনো অবস্থাতেই পালাতে না পারে। এ জন্যই তারা বিশেষভাবে গড়ে তোলা একটি দ্বীপে নির্মাণ করতে চাইছে কারাগার। এই দ্বীপটির চারপাশ পাহারা দেবে ভয়াল কিছু কুমির। ইন্দোনেশিয়ার মাদকবিরোধী সংস্থার প্রধান বাদি ওয়াসিসো এখন ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন এমনই একদল কুমিরের খোঁজে। তাঁর কথা হচ্ছে, অন্য যেকোনো প্রহরীর চেয়ে 'কুমির' অনেক উপযুক্ত, কারণ তাদের ঠকানোর বা ঘুষ দেওয়ার কোনো উপায় নেই!

ইন্দোনেশিয়ায় মাদকবিরোধী আইন বা কার্যক্রম বেশ কড়া। মাদক-সংশ্লিষ্ট অপরাধের দায়ে দেশটিতে সরাসরি ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে গুলি করার আইন চালু রয়েছে এখনো। সুতরাং কুমিরকে পাহারায় রেখে জেলখানা গড়ে তোলার কথা শুনে খুব বেশি অবাক কিন্তু হওয়ার নেই!

■ *গ্রন্থনা: মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

প্রতারণার কথা স্বীকার ওয়েলস ফার্গো'র

সর্বশেষ বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে প্রতারণার কথা স্বীকার করেছে দেশটির তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাংক ওয়েলস ফার্গো। প্রতিষ্ঠানটি মার্কিন সরকারকে ১২০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে। এ-সংক্রান্ত সমঝোতা অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ আদায় হলেও মার্কিন বিচার বিভাগ এ বিষয়ে যেকোনো সময় ওয়েলস ফার্গোর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতে সবচেয়ে বড় ঋণদাতা সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানটি ২০০১-০৮ সাল পর্যন্ত ইজারাধীন আবাসন সম্পত্তির ঋণঝুঁকির কথা

যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাংক ওয়েলস ফার্গো

গোপন করেছিল। ফলে ওইসব আবাসন ঋণের বিমা দাবি বাবদ ফেডারেল হাউজিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএইচএ) বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধে বাধ্য হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানিয়েছে, ওয়েলস ফার্গোর অসদুপায় ও ব্যর্থতার কারণে ত্রুটিপূর্ণ ঋণগুলো শনাক্ত হওয়ার পর এফএইচএকে বিপুল অর্থের বিমা দাবি পরিশোধ করতে হয়েছিল। ফলে কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের করদাতা নাগরিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দায়িত্বহীন আচরণ ও অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করেছে ব্যাংক অব আমেরিকা করপোরেশন, জেপি মরগান চেস অ্যান্ড কোম্পানি ও ডয়েচে ব্যাংক। কিন্তু ওয়েলস ফার্গো এতদিন এ ব্যাপারে সমঝোতায় রাজি হচ্ছিল না।

সরকারি কর্মীদের কাছে বন্ড বিক্রি

অনেকদিন ধরেই ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো মূলধন সংকটের মধ্যে রয়েছে। এর ওপর আবার রয়েছে নন-পারফর্মিং অ্যাসেটসের (এনপিএ) বোঝা। সমস্যা নিরসনে দেশটির সরকার নতুন ব্যাংক বন্ড বিনিয়োগ কর্মসূচি চালুর পরিকল্পনা করছে। সম্প্রতি সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন যে পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, তার ৫০ শতাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোয় বিনিয়োগের জন্য প্রস্তাব দেবার কথা চিন্তা করছে সরকার।

সপ্তম পে-স্কেলের মাধ্যমে সম্প্রতি ভারতে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। নতুন কর্মসূচির অধীনে সরকারি কর্মকর্তাদের বর্ধিত বেতনের ৫০ শতাংশ দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বন্ড কিনতে বলা হবে। এর মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ জমা হবে, তা ব্যাংকগুলোর পুনঃতহবিলায়নের কাজে লাগানো হবে।

এদিকে আগামী বছরের মার্চের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে সব ঋণ পরিশোধের নির্দেশনা দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই)। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর বড় অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন হবে। সরকারি ব্যাংকগুলোর মূলধনের উৎস বাড়ানোর লক্ষ্যেই মূলত সরকার নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা করছে। এক সপ্তাহ ধরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কর্মসূচিটির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তবে এখন পর্যন্ত তারা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

কর ফাঁকির তালিকায় প্রভাবশালীরা

প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ ফাইল। সেখানে রয়েছে ২ লাখ ১৪ হাজার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্টের সম্পদ গোপনের খতিয়ান। কর ফাঁকি দিতে গোটা দুনিয়ার বিত্তশালীরা কতটুকু সম্পদ গোপন করেছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে ফাইলগুলোয়। আর এ খতিয়ানগুলো লিপিবদ্ধ ছিল বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ আইনি প্রতিষ্ঠান মোসাক ফনসেকার রেকর্ডে। পানামাভিত্তিক এ আইনি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানটির সহায়তায় এতদিন বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুকিয়ে ছিল। বেনামি এক উৎস থেকে এগুলোর খবর একসময় চলে যায় জার্মান পত্রিকা জুটডয়েচে জাইটুংয়ের কাছে, সেখান থেকে তা পৌঁছে যায় শতাধিক সাংবাদিকের সংগঠন আইসিআইজে'র হাতে। সেখান থেকেই তা বিশ্বের প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যমগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে। প্রকাশ পায় সম্পদ গোপনকারীদের তালিকা। নড়ে-চড়ে বসে গোটা বিশ্ব।

বিদেশে পাচার করা সম্পদ গোপনের এ তালিকায় রয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সের্গেই রলদুগিন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের তিন ছেলে, ইরাকের সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং সাবেক উপরাষ্ট্রপতি আয়াদ আলাওয়ি, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পেট্রো পোরোশেঙ্কো, মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের ছেলে আলা মোবারক এবং আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সিগমুন্ডুর ডেভিড গুনলাগসন। বাদ যাননি নিজ দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের পরিবারও। মোসাক ফনসেকার সহায়তায় মুদ্রা পাচারের অভিযোগ উঠেছে মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মুহাম্মদ এবং সৌদি বাদশা সালমানের বিরুদ্ধেও। সম্পদ গোপনকারীদের মধ্যে রয়েছেন নামি-দামি ক্রীড়াবিদরাও। তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি ও তার বাবার বিরুদ্ধে আগে থেকেই স্পেনের আদালতে কর ফাঁকির মামলা চলছিল। এবার জানা গেল মোসাক ফনসেকার সহায়তায় সম্পদের পরিমাণ গোপন করেছেন তারাও। কর ফাঁকিদাতাদের তালিকায় উঠে

তালিকায় আছে লিওনেল মেসির নাম

এসেছে ফরাসি ফুটবল কিংবদন্তি মিশেল প্লাতিনির নামও। আরেকটি দুর্নীতির অভিযোগে তিনি এরই মধ্যে ফিফা থেকে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কৃত। ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার এথিক্স কমিটি নিজেই পড়ে গিয়েছে নীতিগত সংকটে। কারণ এথিক্স কমিটির সদস্য হুয়ান পেদ্রো দামিয়ানিও ফাঁস হওয়া তালিকার অন্যতম। তালিকায় হাই প্রোফাইল ফুটবল খেলোয়াড়ের মধ্যে ম্যান ইউর আর্জেন্টাইন তারকা গ্যাব্রিয়েল হেইঞ্জও রয়েছেন। মোসাক ফনসেকার সহযোগিতায় নিজ দেশের বাইরে সম্পদের পরিমাণ গোপন করে কর ফাঁকি দেয়াদের তালিকায় ভারতীয়দের উপস্থিতিও কম না। পাঁচশোর বেশি ভারতীয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্ট এ দুষ্কর্ম ঘটিয়েছে। এদের মধ্যে যেমন চিত্রতারকা অমিতাভ বচ্চন ও তাঁর পুত্রবধূ সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন ধনকুবের গৌতম আদানির বড় ভাই বিনোদ আদানি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে রিয়েল এস্টেট জায়ান্ট কেপি সিং ও তার পরিবারের নয় সদস্যও এ তালিকায় আছেন। দেশটির রাজনীতিবিদদের মধ্যে সম্পদ গোপনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পশ্চিমবঙ্গের শিশির বাজোরিয়া এবং লোকসত্য পার্টির সাবেক দিল্লি ইউনিট প্রধান অনুরাগ কেজরিওয়াল।

■ *গ্রন্থনা: মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

বেগম সুলতানা রাজিয়া

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/১২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১৯/৩/২০১৬
বিভাগ : সিইইউ

মোঃ সেলিম মিয়া

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৫/৭/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি : ২/৩/২০১৬
বিভাগ : ডিবিআই-২

এটিএম আমিরুল ইসলাম ভূইয়া

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১১/৭/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ৩/৪/২০১৬
মতিঝিল অফিস

শাহীন আখতার

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৮/১/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ২৪/৩/২০১৬
বিভাগ : এফইওডি

মোঃ মনিরুজ্জামান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৭/২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ২/২/২০১৬
চট্টগ্রাম অফিস

মোঃ বেলাল হোসেন

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩/৭/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ১৯/৩/২০১৬
মতিঝিল অফিস

মোঃ মহিউদ্দন মৃধা (মুক্তিযোদ্ধা)

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২১/১১/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি : ৭/৩/২০১৬
বিভাগ : ডিবিআই-৪

বাবুল কান্তি ধর

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/১০/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ১৬/০২/২০১৬
চট্টগ্রাম অফিস

মোঃ সোহরাব হোসেন-১

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২/১২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ১৫/৯/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ নূরুল হক

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১১/৭/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১/৪/২০১৬
বিভাগ : এমপিডি

খন্দকার মমতাজ হাসান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/১১/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৩/২/২০১৬
মতিঝিল অফিস

কাজী ওবায়দুল হক (মুক্তিযোদ্ধা)

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৪/৭/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১/২/২০১৬
মতিঝিল অফিস

প্রধাংশু কুমার বর্মন (মুক্তিযোদ্ধা)

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১১/৬/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি : ১৭/৩/২০১৬
বিভাগ : এইচআরডি-২

খোন্দকার গোলাম রহমান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৯/২/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ২৯/২/২০১৬
বিভাগ : ডিবিআই-৩

মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সিকদার

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৮/১০/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ২১/১/২০১৬
মতিঝিল অফিস

সরোজ কুমার সাহা

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৯/৯/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি : ৭/৪/২০১৬
বিভাগ : ডিসিএম

শোক সংবাদ

কে,এম, শাহাবউদ্দিন

(উপপরিচালক)
জন্ম : ২১/১২/১৯৪৩
ব্যাংকে যোগদান : ১৭/১০/১৯৬৯
মৃত্যু : ১৫/২/২০১৬

সুস্মিতা কুন্ডু

(সহকারী পরিচালক)
জন্ম : ৮/৯/১৯৮৮
ব্যাংকে যোগদান : ২৪/৫/২০১৫
মৃত্যু : ১৫/৪/২০১৬

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মোঃ মফিজুর রহমান গাজী

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
১০/৪/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
১/১০/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ বেলায়েত আলী

(ফোরম্যান)
ব্যাংকে যোগদান :
১/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৮/২/২০১৬
বিভাগ : সিএসডি

মোঃ মেরাজ উদ্দিন

(ফোরম্যান)
ব্যাংকে যোগদান :
১৫/৫/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি

হাসান আলী

(ফোরম্যান)
ব্যাংকে যোগদান :
২৭/২/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
১০/৩/২০১৬
বিভাগ : সিএসডি-২

২০১৫ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

তামজিদ আহমেদ

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতা: মর্জিদা বেগম
পিতা: মোঃ ফরিদ আহমেদ
(এএম, মতিঝিল অফিস)

মোঃ রিয়াদ হোসেন

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: রেহেনা আক্তার
পিতা: এ.কে.এম. জাকির হোসেন
(জেএম, সিলেট অফিস)

২০১৫ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

সামান্তা তাসমিম মাহিন

ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ

মাতা: সামছুন নাহার
পিতা: মোঃ মাসুদুর রহমান মন্ডল
(জেডি, ইডি-৭ শাখা, প্র.কা.)

রেবেকা সুলতানা দীনা

বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল

মাতা: নাছিমা আকতার
পিতা : মোঃ রইছ উদ্দীন
(সিনি. সিটি, এসএমডি, প্র.কা.)

নাফিসা আঞ্জুম

টঙ্গী পাইলট স্কুল এন্ড গার্লস কলেজ

মাতা: শাহ্নাজ সুলতানা
পিতা: নেছার আহম্মদ
(ডিডি, এইচআরডি-২, প্র.কা.)

নুশেরা তাজরীন জুঁই

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, বনশ্রী শাখা

মাতা: শাহনাজ আক্তার
পিতা: মোঃ হাসান মাহমুদ
(ডিডি, ইএমডি-২, প্র.কা.)

শাহরিন হোসেন রাইসা

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: শাহনাজ বেগম
পিতা: মোঃ একরাম হোসেন
(জেডি, চট্টগ্রাম অফিস)

২০১৫ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

তাসনিম তাবাস্সুম চৌধুরী (হৃদি)

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: রুনু আকতার
পিতা: মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
(এডি, চট্টগ্রাম অফিস)

প্রেরণা রায় হৃদি

আলীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিলেট

মাতা: প্রণতি রানী রায়
পিতা: কালিপদ রায়
(জেডি, সিলেট অফিস)

অর্থী রায়

বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: সীমা রানী তালুকদার
(অফিসার, ডিআইডি, প্র.কা.)
পিতা: অনুপম রায়

খন্দকার ফারহান নাফি

বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া

মাতা: নাহিদা ফাতেমা
পিতা: খন্দকার আব্দুল হান্নান
(ডিএম, বগুড়া অফিস)

রাকিন আবরার

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল

মাতা: চৌধুরী আরিফা খাতুন
পিতা: মোঃ আকতার উদ্দিন মেহেদী
(জেডি, এফইআইডি, প্র.কা.)

বিশেষ কৃতিত্ব

মাজেদা আক্তার পুষ্প

মাতা: মিনা
পিতা: মোহাঃ শামছুল হক আসাদ
(এএম, মতিঝিল অফিস)
পুষ্প ঢাকা সিটি কলেজ থেকে ইরেজিতে অনার্সে ১ম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মোছাঃ সুমাইয়া জাহান

মাতা: মোছাঃ মতলুবা খাতুন
পিতা মোঃ সাত্তারুল ইসলাম
(জেএম, বগুড়া অফিস)
সুমাইয়া স্কুল পর্যায়ের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে রাজশাহী বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সবুজ প্রেমী

সবুজ যৌবনের প্রতীক। কবির ভাষায় 'ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা, আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' সবুজ মনের সজীবতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সব কিছুর সাথে মানুষের মনও যন্ত্রে রূপান্তর হচ্ছে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা, সংসারধর্ম পালন, বাচ্চাদের স্কুল ও পড়াশুনা, অফিস, সামাজিকতা রক্ষা ইত্যাদি কাজেই চলে যায় দিনের অপরিহার্য অংশটুকু। এরই মাঝে যদি মনের খোরাক যোগাতে কেউ সবুজের প্রতি ভালোবাসা বা টানের কারণে বাগান করেন, এর পরিচর্যা করেন, প্রতিদিন বাগানে গিয়ে একটু সময় কাটানো বা গাছে হাত বুলানোর সময় বের করে নিতে পারেন তা সত্যিই অবাক করার মতোই বিষয়। সবুজের প্রতি আন্তরিকতা থাকলে এটা অসম্ভব নয়। আমরা অনেকেই মনে করি বাগান করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা প্রয়োজন, সময় ও অর্থের প্রয়োজন। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিশাল আকারে না গিয়েও অল্প পরিসরেই আন্তরিকতা থাকলে এটা সম্ভব। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মকর্তাই আছেন যারা এ কাজটা অত্যন্ত সার্থকতার সাথেই করে যাচ্ছেন। এমনি একজন হচ্ছেন বিবিটিএ'র উপপরিচালক ও অনুষদ সদস্য 'হামিদা বেগম'। একটু একটু করে টবে গাছ লাগানো থেকে ছোট ড্রাম, পরবর্তীতে বড় ড্রাম, কাঠের বক্সে এভাবে বাড়তে বাড়তে কখন যে তা ছাদের বাগানে পরিণত হয়েছে তা টেরও পাননি। তার বাগানে ফলের মধ্যে আম্রপলি, পেয়ারা, আতা, জলপাই, আমড়া, থাই পেয়ারা, কামরাঙ্গা, পেঁপে, আনার, ডালিম, করমচা, স্ট্রবেরি, মিষ্টি আলু, বাউকুল ইত্যাদি আছে। এছাড়া আছে গোলাপ, বেলি, জবা, নাইটকুইন, বাই কালার বাগান বিলাস, অপরাজিতা, অ্যালোভেরা, নানা জাতের অর্কিড, পুদিনা, থানকুনি পাতা ইত্যাদি। ছাদে তিনি মৌসুমি শাক্-সব্জি যেমন - মিষ্টি কুমড়া, লাউ, ঢেঁড়স, লাল শাক, ডাঁটা শাক, সিম, লেবু, ধুন্দুল ইত্যাদি লাগিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের দিতে পারেন। তার বাগানে আছে সালাদ কচুর গাছও। আসলে সবুজকে যারা ভালোবাসেন তারা শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে নিতে পারেন। আমাদের এই সবুজ প্রেমী সকালে বা রাত্রে এবং ছুটির দিন -যখনই সময় পান সবুজের কাছে চলে যান, মনকে সজীব করার জন্য। ভবিষ্যতে তাঁর একটা বাগান বাড়ি করার পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে সব ধরনের গাছ থাকবে। থাকবে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল পালনের ব্যবস্থা, থাকবে ছোট একটা পুকুর, যেখানে মাছ চাষ করা যাবে। বর্তমান ফর্মালিনের যুগে অন্তত কিছুটা হলেও তাজা ফল-মূল, শাক-সব্জি, মাছ পাওয়া যাবে। কর্মজীবন শেষে অবসর জীবনটাও তিনি এই সবুজ নিয়েই বেঁচে থাকতে চান।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

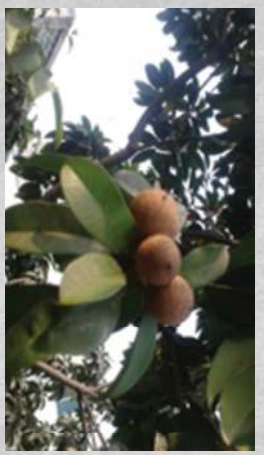

বাহারি সবজি ও ফল

টবে ঔষধি গাছ

টবেও গাছ

মাচায় লাউ

লেবু

স্ট্রবেরি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৫, আরামবাগ, ঢাকা।